NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৮ 'পাকিস্তানের বোলারদের ভারত বাচ্চাদের মতো পিটিয়েছে'

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে ৬৯ রানে হারিয়ে আফগানিস্তানের অঘটন ৮

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৩ ২৮ আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 16.10.2023, Vol.17, Issue No.127, 8 Pages, Price 3.00

ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবারে ছুটির দিনে কলকাতার দুর্গাপুজো দেখলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিকেল নাগাদ রাজভবন থেকে বেরিয়ে প্রথমে কুমোরটুলি যান রাজ্যপাল। সেখানে প্রতিমা তৈরি কীভাবে হচ্ছে তা চাক্ষুষ করেন। শিল্পীদের খোঁজখবর নেন তিনি। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলেন । দুর্গাপুজোর কাজ মিটলে কুমোরটুলিতে আর কোন কোন প্রতিমা তৈরি হয় তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন রাজ্যপাল। রবিবার রাজ্যপাল বোসের হাতে একটি লদী এবং গণেশের মাটির তৈরি মূর্তি তুলে দেন এক মৃৎশিল্পী। কুমোরটুলি থেকে রাজ্যপাল যান দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় পুজো একডালিয়া এভারগ্রিনে। পুজোটি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নামে পরিচিত। ওই মণ্ডপে কিছুক্ষণ সময় কাটান রাজ্যের সিভি আনন্দ বোস। তারপর রাজভবনে ফিরে যান।

পুজো দেখতে রোনাল্ডিনহো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজো দেখতে কলকাতায় আসছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ফুটবলার রোনাল্ডিনহো গাউচো। আজ সোমবার থেকে তিন দিন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার একাধিক মণ্ডপ দেখবেন তিনি।

জানা গিয়েছে, বাইপাসের ধারের একটি হোটেলে উঠবেন রোনাল্ডিনহো। সোমবার সকালে হোটেলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। এরপর সেখান থেকে শ্রীভূমি, আহিরিটোলা সহ একাধিক মণ্ডপ ঘুরবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করবেন তিনি। কলকাতার বড় বাজেটের পুজোর পাশাপাশি নরেন্দ্রপুরের একটি পুজো উদ্বোধন করবেন ওই ফুটবলার। এরসঙ্গে রিষড়াতেও যাবেন তিনি। সেখানে ক্রীড়া উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তের বাড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার সেন্ট জেভিয়ার্স, ভবানীভবন এবং মহেশতলা যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁরা। পাশাপাশি চেতলা অগ্রণীর পুজোতেও যাবেন তিনি।

অধিবেশনে অংশ নেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে। সোমবার বিধানসভার একদিনের বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে বিজেপি। এদিন দুপুরে বিধাননগরে বিজেপির পার্টি অফিসের বাইরে অধিবেশন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'আমারা ১১টায় সকলকে ডেকেছি, আমরা ভিতরে ঢুকব। বিরোধিতা করব, জোরালো ভাবে এর বিরোধিতা করব।' সূত্রের খবর, বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ বিধানসভায় লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই বিরোধী দলনেতা একেবারে শেষ মুহূর্তে বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বঙ্গজুড়ে শারদোৎসবের সুর। আহিরীটোলা যুবকবৃন্দের দুর্গা প্রতিমা। ছবি: অদিতি সাহা

নিরাপদে সরে যাও, সময়সীমা শেষে 'অপারেশন' শুরুর অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গাজা সিটি বাঁচতে চাইলে ছাড়তে হবে ঘর-বাড়ি। এসেছে কঠোর নির্দেশ। সরে যাওয়ার জন্য রাস্তা দেখিয়ে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৩ ঘণ্টা। তারপরই স্থলপথে গাজায় অভিযান চালাতে পারে ইজরায়েলি বাহিনী, এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু, কোথায় পালাবেন গাজাবাসী? গাজা শহরের ১০ লাখেরও বেশি বাসিন্দাকে শুক্রবার আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার দক্ষিণাঞ্চলে সরে যেতে বলেছিল ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী (আইডিএফ)। খবর বিবিসির। ফের নির্দেশ আসে রবিবার।

তিন ঘণ্টার সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। রবিবার দুপুরেই তা শেষ হয়েছে। গাজায় স্থলপথ ধরে 'অপারেশন' শুরু করতে ইজরায়েলি প্রশাসনের সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে সে দেশের সেনা। রবিবার গাজা ভূখণ্ডের তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য সেখানকার বাসিন্দাদের অনুরোধ জানায় ইজরায়েলের সেনা। কার্যত গাজাবাসীকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। বিকেল সাড়ে ৩টেয় সেই সীমা শেষ হয়েছে। এই সময়সীমা পেরোনোর পরেই তারা গাজা ভূখণ্ডে সর্বাত্মক হামলা চালাতে চলেছে বলে জানিয়েছিল ইজরায়েলি সেনা। তাই এর পরের পরিণতি নিয়ে আশঙ্কিত নানা মহল।

ইতিমধ্যেই ইজরায়েল ও হামাসের সংঘর্ষে অন্তত ৩ হাজার প্রাণ চলে গিয়েছে। ২২ লক্ষ গাজাবাসীর অর্ধেককেই গাজার দক্ষিণাংশে সরে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর এবং পূর্ব দিক ঘিরে রেখেছে ইজরায়েল। সীমান্ত পার হওয়ার অনুমতি নেই। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেখানে মোতায়েন

করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক ইজরায়েলি বাহিনী, কামান, সাজোঁয়া গাড়ি। নির্দেশ এলেই স্থলপথে হামলা চালাতে তৈরি তারা। দক্ষিণ দিকে রাফাহ সীমান্তও বন্ধ করে রেখেছে মিশর। পূর্বের ভূমধ্য সাগরে এমনিতেই ইজরায়েলি নজরদারি থাকে।

এই অবস্থায়, রবিবার গাজাবাসীকে পালানোর পথ বাতলে দিল তেল আবিবই। এদিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী গাজার একটি মানচিত্র প্রকাশ করে জানিয়েছে, সালাহ আল-দিন স্ট্রিট নামে রাস্তা দিয়ে দক্ষিণে পালিয়ে যেতে পারে উত্তর গাজার বাসিন্দারা। গাজা ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখান দিয়ে যাওয়া, এই রাস্তাটিকে তারা 'পাথ টু সেফটি', অর্থাৎ নিরাপদ এলাকায় যাওয়ার পথ বলে জানিয়েছে। তবে, মাত্র ৩ ঘণ্টাই ওই রাস্তা নিরাপদ থাকবে। ইজরায়েলি বাহিনী বলেছে, স্থানীয় সময় রবিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ওই রাস্তায় কোনও অভিযান চালাবে না তারা। এই যুদ্ধবিরতির সুযোগে উত্তর গাজার বাসিন্দাদের, দক্ষিণ চলে যেতে বলা হয়েছে।

কিন্তু, সত্যিই কি ওই রাস্তা নিরাপদ? প্রশ্ন তুলে দিয়েছে রবিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত একটি ভয়ঙ্কর ভিডিয়ো ফুটেজ। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ইজরায়েলি বাহিনীর স্থল আক্রমণের ভয়ে গাজার উত্তর থেকে দক্ষিণে পালাচ্ছে অসামরিক প্যালেস্টিনীয় নাগরিকদের একটি কনভয়। মাঝপথে সেই কনভয়টিতেই বিস্ফোরণ ঘটছে। ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করা যায়নি। যুদ্ধের বাজারে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক ভুয়ো ভিডিয়োও ছড়িয়ে পড়ছে। তবে, এই ভিডিয়ো যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ডেইলি মেইলের প্রতিবেদনে কিছু সামরিক বিশ্লেষক দাবি করেছেন, বিস্ফোরণটি সম্ভবত আইইডি দিয়ে ঘটানো হয়েছে। অন্য দিকে, প্যালেস্টিনীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দাবি, গাজার প্রধান সড়কে ইজরায়েলি বিমান হামলায় ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। উত্তর গাজা থেকে নিরাপদে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য দুটি রাস্তা খোলা রয়েছে , একটি সালাহ আল-দিন রোড, অন্যটি সালাহ আল-দিনের পশ্চিমে উপকূলীয় হাইওয়ে। এর মধ্যে সালাহ আল-দিন স্ট্রিটই দক্ষিণে যাওয়ার নিরাপদ প্রস্থান পথ বলে জানিয়েছিল ইজরায়েল। বিস্ফোরণ আইইডির মাধ্যমে ঘটুক বা আকাশপথে হামলার ফলে ঘটুক, ইজরায়েল বাহিনী বা হামাস বাহিনী, যারাই এই হামলা করুক না কেন, সালাহ আল-দিন স্ট্রিটও যে গাজাবাসীর জন্য নিরাপদ নয়, তা স্পষ্ট। বৃহস্পতিবারও এই রাস্তায় 'বিমান হামলার' জেরে একটি বিস্ফোরণটি ঘটেছিল।

ইজরায়েলি প্রশাসনের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-সহ অন্য শীর্ষ আধিকারিকেরা। সেই বৈঠকের পরেই সেনার কাছে হামলা শুরু করা কিংবা না করার বিষয়ে বার্তা পৌঁছবে। তবে সেনার তরফে প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়েছে।

ঘুমেই দগ্ধ হয়ে মৃত্যু ১০ মাসের শিশু ও তার বাবা-মায়ের, জখম ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ভোররাত। গভীর ঘুম সকলের চোখে। কিছু বুঝে ওঠার আগে দাউ দাউ আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেল গোটা একটা পরিবার। তার মধ্যে ছিল ১০ মাসের একরত্তিও। রবিবার ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পারিজাত দক্ষিণপাড়ায়।

বাড়িতে আগুন লেগে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় মা-বাবা ও শিশুর। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও এক প্রৌঢ়া।

জানা গিয়েছে, পেশায় কাপড়ের কাটিং মিস্ত্রি ইয়াসিন মল্লিক, তাঁর স্ত্রী এবং ১০ মাসের সন্তান ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন। সেখানেই ছিলেন ইয়াসিনের মা-ও। হঠাৎই রাত ৩টে নাগাদ ঘরে আগুন লাগে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই চার জন অগ্নিদগ্ধ হন। ঘরেতেই মৃত্যু হয় ইয়াসিন মল্লিক, তাঁর স্ত্রী মহিমা বেগম এবং তাঁদের শিশুর। গুরুতর জখম হন বছর ৫৫-র নুরজাহান বেগম।

কীভাবে আগুন লাগল সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। আগুন লাগার বিষয়টি বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে উলুবেড়িয়া থানায় খবর দেন প্রতিবেশীরা। ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ থেকে দমকলে খবর দেওয়া হয়। দমকলের একটা ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়। সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তিন জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। একই পরিবারের তিন জনের এহেন

মর্মান্তিক পরিণতিতে শোকস্তব্ধ এলাকা। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে কি না তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।

শনিবারই মহালয়ার দিনই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাওড়ার সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের একটি ভোজ্য তেলের গুদাম। প্রচুর পরিমাণে তল মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ৫ হাজার বর্গফুটের গুদামটিকে গ্রাস করে আগুনের লেলিহান শিখা। আগুনের তীব্রতায় দুমড়ে মুচড়ে যায় গুদামের শেড। নিরাপত্তারক্ষীরা প্রথম আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের কর্মীরা। দমকলের ১৮টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সাঁকরাইল ও ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন দমকল আধিকারিকরা। প্রায় ১০ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। সেই ঘটনায় অবশ্য কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে উলুবেড়িয়ার আগুন প্রাণ কাড়ল তিন জনের।

অপারেশন অজয়, বিমানে ফিরলেন ২৭৪ জন ভারতীয়

গাজা সিটি, ১৫ অক্টোবর: দিল্লিতে ফিরল অপারেশন অজয়ের চতুর্থ বিমান। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে ফিরলেন আরও ২৭৪ জন ভারতীয়। তেল আভিভ থেকে রবিবার বিশেষ বিমানে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এই ২৭৪ জনকে। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানান কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ভি কে সিং। ইজরায়েল থেকে ফেরা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। প্রত্যেক যাত্রীর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন। সর্বশক্তি দিয়ে হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। তার ফলে, গাজার অন্দরে চূড়ান্ত অস্থিরতার ছবি। হামাসের নির্দেশ উপেক্ষা করে, প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন প্যালেস্তিনিয়রা। গৃহহীন লক্ষাধিক মানুষ। এদিকে, লেবাননের পর ইরানও হামলা চালাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইজরায়েল। সিরিয়ার মাধ্যমে হামলা চালানোর

আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধে অব্যাহত মৃত্যুমিছিল। এই আবহে ইজরায়েল থেকে আরও দ্রুত 'অপারেশন অজয়'-এ ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র।

ভূমিকম্পে কাঁপল দিল্লি, উৎসস্থল হরিয়ানা!

নয়া দিল্লি, ১৫ অক্টোবর: ফের কাঁপল রাজধানী। রবিবার বিকেলে আচমকাই কেঁপে ওঠে দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকা। শুধু দিল্লি নয়, দিল্লির আশপাশেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর।

রবিবার বিকেল ৪টে ০৮ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দিল্লি। জানা গিয়েছে, কম্পনের উৎসস্থল হরিয়ানার ফরিদাবাদ। ন্যাশনাল সেন্টার অব সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৩.১। ফরিদাবাদের ৯ কিলোমিটার পূর্বে, মাটির পাঁচ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। চলতি মাসের প্রথম দিকে নেপালে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। সেই কম্পনের জেরে দিল্লিও কেঁপে উঠেছিল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.২। প্রায় ২০ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছিল রাজধানীতে। রবিবার বিকেলের ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্ক ছড়ায়। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন লোকজন। ভূকম্প বিশেষজ্ঞেরা এই ধারাবাহিক কম্পন নিয়ে অনেক আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁদের পূর্বাভাস, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ে অদূর ভবিষ্যতে রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। পূর্বাভাসের পরে দফায় দফায় কেঁপেছে দিল্লি।

কথিত, এই পুজোয় দিব্য দেহে উপস্থিত থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণ

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: প্রথম স্ত্রীর বিয়োগে নিজের বাড়ি সিহড় গ্রামে দুর্গাপুজো করতে চেয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাগ্নে, শিষ্য হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। সেই পুজোর অনুমতিও দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু, সেই পুজোয় যাওয়া নিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ উভয় সঙ্কটে পড়েছিলেন। রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে জানবাজারের পুজো ছেড়ে কোথাও যেতে দিতে রাজি ছিলেন না।

জনশ্রুতি, হতাশ ভাগ্নেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'তুই শুধু শুধু দুঃখ করছিস কেন? আমি প্রতিদিনই তোর পুজোয় উপস্থিত থাকব। তবে স্থূল দেহে নয়, সূদ শরীরে। যখনই সূদ শরীরে আমি তোর পূজা দেখতে যাব, তখন আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই স্পষ্টই দেখতে পাবি।' সেই থেকেই বিশ্বাস, আজও সিহড় গ্রামের দুর্গাপুজোয় দিব্য দেহে উপস্থিত থাকেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

১৮৬৮ সালে তাঁর সিহড় গ্রামের বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। পরম্পরা মেনে মন্দিরে দেবী দুর্গার পটচিত্রে পুজো হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ঠাকুর দিব্যদেহে এই পুজোয় এখনও উপস্থিত থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইসঙ্গে পুজো সংক্রান্ত ব্যাপারে 'হৃদে'-কে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রেখে নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস এবং একেবারে উপবাস না করে মধ্যাহ্নে দুধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস। ওইভাবে পূজা করলে মা জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন।' হৃদয়রাম মামার নির্দেশ ও উপদেশ মতো

পুজোর আয়োজন করেন । ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সম্পন্ন হয়। সপ্তমীর দিন রাতে মা দুর্গাকে আরতি করার সময় তিনি বিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য শরীরে দেবী প্রতিমার পাশে ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। পরবর্তীকালে হৃদয়রাম বলতেন, 'দুর্গাপূজার অবশিষ্ট প্রতিদিনই ওই একই সময়ে এবং সন্ধি পূজাকালে তিনি দেবী প্রতিমার পাশে তাঁর মামাকে জ্যোতির্ময় শরীরে দেখতে পেতেন।'

বিজয়া দশমীর কিছুকাল পরেই হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে ফেরেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিব্য দেহে দেখার কথা বলেন। ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'আরতি ও সন্ধি পূজার সময় তোর পুজো দেখবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত এবং তারই ফলে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল। তখনই আমি অনুভব করতাম, যেন জ্যোতির্ময় শরীরে তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হয়েছি।' পরিবারের সদস্যরা জানান, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ হৃদয়কে ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেছিলেন, পরপর তিন বছর পূজা করার জন্য। ঠাকুরের নির্দেশ মেনেই তিন বছর প্রতিমা পুজো হয়। পরবর্তীতে পটচিত্রে দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয়।

হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নাতি ৯০ বছরের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমার দাদুর সেই পুজো এখনও প্রথা ও রীতি মেনে হয়ে চলেছে। ঠাকুরের নির্দেশমতো তিন বারের পর প্রতিমা পুজো আর হয়নি । পটচিত্রে দেবিদুর্গার আরাধনা শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে প্রায় ৫৯ বছর বয়সে দাদু সিহড় গ্রামে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও ঠাকুরের নির্দেশিত নিয়মনীতি মেনেই পুজোর সব আচার পালন করা হয়।'

সোদপুর উড়ালপুলের গায়ে প্যাচানো কেবল তারে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিয়ালদা মেইন শাখার সোদপুর স্টেশন সংলগ্ন উড়ালপুলের গায়ে প্যাচানো তারে রবিবার বেলার দিকে আচমকা আগুন লাগে। আগুনের জেরে সমস্ত কেবলের তার ছিঁড়ে লাইনের উপরে ঝুলে পড়ে। কিন্তু ওই উড়ালপোলের নিচেই রয়েছে প্রচুর দোকান। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকায় আপ-ডাউন লাইনে কিছুক্ষন ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমনকী উড়ালপুলের ওপর দিয়ে যান চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়দা থানার পুলিশ, দমকলের দুটো ইঞ্জিন, সিইএসসি এবং স্টেট ইলেকট্রিক সিটি বোর্ডের কর্মীরা। দমকলের তৎপরতায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকলের অনুমান, কেবল লাইনে শটসার্কিটের জেরে আগুন লাগে। তবে পুজোর মুখে বড়সর দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল সোদপুরের মানুষজন।

হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল দশায় পরিণত ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। এখানে রোগীদের চাপ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু পরিষেবা না মেলায় রেফার হাসপাতালের তকমাও লেগেছে। তবুও হাল ফেরেনি এই হাসপাতালের। রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে এসে রবিবার ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। এছাড়া হাজির ছিলেন ব্যারাকপুরের মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক চিকিৎসক সমুদ্র সেনগুপ্ত, জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, হাসপাতাল সুপার মিজানুল ইসলাম। যদিও বৈঠক শেষে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছুই জানাতে চাননি জেলাশাসক। তবে এদিন হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন জেলাশাসক। হাসপাতালের দুরাবস্থা নিয়ে বাসিন্দাদের কথা না শুনেই গাড়িতে চেপে তিনি হাসপাতাল ছাড়লেন। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা দেবশ্রী ঘোষের অভিযোগ, গাইনো-সহ একাধিক বিভাগে এখানে চিকিৎসক নেই। রাতবিরেতে তাদের অন্য হাসপাতালে ছুটতে হয়। জরুরি ভিত্তিতে আসা রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানে ওষুধই মেলে না। কাউন্সিলর সত্যেন রায় বলেন, স্টাফ ও চিকিৎসকের অভাব-সহ নানান খামতির বিষয় জেলাশাসকের নজরে আনা হয়েছে। জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, হাসপাতালের দুরাবস্থা নিয়ে জেলাশাসকে জানানো হয়েছে। হাসপাতালের হাল বদলের তিনি আশ্বাসও দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা টেকসই কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান খাদ্যের চাহিদা, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থাকে টেকসই উদ্যোগে রূপান্তরিত করার জরুরি প্রয়োজন বলে জানান কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রী পুরুষোত্তম রুপালা।

আলিপুর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসে অ্যাসেট ফেয়ার ইন্ডিয়ান ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১/৪ রোনাল্ডো শ্যে রোড এর আলিপুর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস আগামী ১৬ এবং ১৭ অক্টোবর একটি অ্যাসেট ফেয়ার চালু করছে ইন্ডিয়ান ব্যাংক। এই অ্যাসেট ফেয়ার চলবে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এই ফেয়ারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা এবং অন্যান্য জেলা জুড়ে অবস্থিত আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্প বিভাগের সম্পত্তিগুলি প্রদর্শন করা হবে। এই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, সমস্ত আগ্রহী লোককেই ফেয়ারে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, এই ফেয়ারে কোনও এন্ট্রি ফি নেই। এছাড়াও এই ফেয়ারে প্রদর্শিত সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনও ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে তৈরি থাকবেন ব্যাংক আধিকারিকেরা।

কাঁচড়াপাড়ার ডাঙাপাড়ায় আগুনে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুজোর মুখে বিধ্বংসী আগুনে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল তিনটি বাড়ি। বীজপুর থানার কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙাপাড়ায় শনিবার মাঝ রাতের ঘটনা। পরপর তিনটে বাড়িতে কিভাবে আগুন লাগল, তা নিয়ে অন্ধকারে বাসিন্দারা। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। আগুনে তিনটি ছাগলও পুড়ে গিয়েছে। পুজোর মুখে মাথার ওপর ছাদ হারিয়ে বড্ড অসহায় ক্ষতিগ্রস্তরা। বাবু রাম নামে এক ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা জানান, মাঝরাতে হঠাৎ করে বাড়িতে আগুন লেগেছে। ঘর থেকে কিছুই বের করার সুযোগ পাইনি। এমনকি ছাগল দুটোকেও বাঁচাতে পারলাম না। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শটসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

সমাজের মহৎ কাজ মানুষের সেবা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সমাজের মহৎ কাজ মানুষের সেবা করা। রবিবার বিকেলে হালিশহর চৌধুরী পাড়ায় বস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনদরদী সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, মানুষ মানুষের জন্য। তাই আপদে-বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। দুর্গা পুজো উপলক্ষে এদিন গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে অসহায় মহিলাদের শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। উক্ত শাড়ি প্রদান অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজা দত্ত বলেন, সমাজ শুদ্ধিকরনে ছাত্র-যুবদের এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি সমাজে মা-বোনদের সম্মান দিতে হবে। এদিন হালিশহর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ প্রসাদ নগরে রুচিরাজ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের তরফে মহিলাদের শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। শাড়ি প্রদান অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। উক্ত ট্রাস্টের কর্ণধার বন্ধু গোপাল সাহা বলেন, ছয় মাস থেকে আট বছর পর্যন্ত শিশুদের ওপেন হার্ট সার্জারির প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সাংসদের সহযোগিতায় সম্পূর্ন বিনা মূল্যে ওপেন হার্ট সার্জারির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

বাঘাযতীনের আইরিস হাসপাতাল একটি ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল,মডার্ন নার্সারি, এনআইসিইউ, এইচডিইউ এবং আইসিইউ সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য সজ্জিত। এটিতে ২৪ ঘণ্টা উন্নত অত্যাধুনিক জরুরি যত্ন, ট্রমা কেয়ার, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ২৪ ঘণ্টা খোলা ফার্মেসি রয়েছে। এর খরচও কার্যকরী, রোগী বান্ধব প্রক্রিয়া এবং অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত। আইরিস মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল ভালো চিকিৎসা এবং রোগীর যত্ন নিশ্চিত করে।

সৃজনোৎসব ২০২৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি দর্পণী নিবেদন করল সৃজনোৎসব ২০২৩ জ্ঞান মঞ্চে। এবছরের থিম ছিল উত্তরাধিকার। গুরু শিষ্য পরম্পরায় এই দিনের সন্ধ্যা দর্শকদের কাছে ছিল ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের এক মনগ্রাহী প্রাপ্তি। খুকুমণি সিঁদুর ও আলতা এই উদ্যোগের পাশে ছিল সহযোগী হিসেবে। এই দিন অনুষ্ঠানে দর্পণীর পক্ষ থেকে খুকুমণি সিঁদুর ও আলতার কর্ণধার অরিত্র রায় চৌধুরী, রিয়া রায় চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানান আয়োজক সংস্থার পক্ষে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫০ বছরের প্রাচীন মহিষাদল রাজবাড়ির পুজোয় আজও মানুষের ঢল নামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মহিষাদল: বর্তমান সময়ে থিমের রমরমা। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা সবেতেই থিমের ছোঁয়া। দর্শনার্থীদের ভিড় জমলেও কমেনি প্রাচীন রাজবাড়ির পুজোয় ভিড়।

আগেকার সেই জৌলুস, আড়ম্বর আজ অনেকটাই কমে গিয়েছে। কিন্তু নিয়ম মেনেই প্রতিপদে ঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো। প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই দুর্গাপুজো দেখতে আজও ভিড় জমান দূরদূরান্তের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা। রানি জানকির আমলে আনুমানিক ১৭৭৬ সালে মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয়। সেই সময় থেকেই রাজবাড়ির ঠাকুরদালানে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। রাজত্ব চলে যাওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর জৌলুস কমেছে। কিন্তু, নিয়ম-আচারে ছেদ পড়েনি। তাই প্রথা অনুযায়ী মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদের দিন ঘট স্থাপন করে মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর সূচনা হয়। 'মহালয়ার পরের দিন রাজবাড়ির দুর্গামণ্ডপ লাগোয়া অশ্বত্থ গাছের তলায় নটি ঘট ওঠে। ষষ্ঠী থেকে প্রতিদিনই ঘটপুজো হবে। সপ্তমী থেকে মূর্তি পুজো হয়। প্রতিমার একপাশে ঘট, অন্যপাশে ধান রাখা হয়। এই দুর্গাপুজো করার পরই শুষ্ক গ্রামে ধান ফলেছিল। তাই ভালো ফসলের আশায় আজও দেবীর পাশে ধান রাখা হয়। এই ধনের বীজের অঙ্কুর থেকেই পূর্বাভাস পাওয়া যায় এলাকায় ফসল কেমন হবে।

পুজোয় ১০৮ টি নীলপদ্ম দেওয়ার চলও রয়েছে, যা আসত উত্তরপ্রদেশ থেকে। কিন্তু এখন তা আর হয় না, সাদা পদ্মে মায়ের পুজো হয়। আগে মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় যাত্রাপালা, ভোগ বিতরণ, কামান দেগে সন্ধিপুজো, বিসর্জনের শোভাযাত্রা সবই হত। পুজোর দিনগুলিতে ঠাকুরদালানেই যাত্রা হত। রাজবাড়ির মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে যাত্রা দেখতেন। পুজোর দিন অনুযায়ী ভোগ রান্না হত। যেমন, ষষ্ঠীতে ছয় মন, সপ্তমীতে সাত মন, অষ্টমীতে আট মন, নবমীতে নয় মন চালের প্রসাদ তৈরি করে বিতরণ করা হত। এখন তা আর সম্ভব হয় না। অষ্টমীর সন্ধ্যায় কামান দেগে রাজবাড়ি সহ আশপাশের এলাকার পুজোমণ্ডপে সন্ধিপুজো শুরু হত। দশমীতে বড় নৌকোয় করে শোভাযাত্রা বেরতো এবং রাজবাড়ির সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া হিজলি টাইডাল ক্যানাল হয়ে গেঁওখালিতে রূপনারায়ণ নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হত। এখন সে সবই অতীত। রাজত্ব ঘোচার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রাপালা বন্ধ হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে অবশ্য এখনও ভোগ রান্না করা হয়। কিন্তু তা যৎসামান্য। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবি গান হলেও এখন আর হয় না যাত্রাপালা। কামানের পরিবর্তে আতশবাজি এদিকে সরকার কামান দাগায় নিষেধাজ্ঞা জারি করায় সেটাও ইতিহাসের খাতায় চলে গিয়েছে। এখন কামান দাগার পরিবর্তে আতসবাজির রোশনাইয়ের মধ্যে দিয়ে সন্ধিপুজো করা হয়। বিসর্জনের শোভাযাত্রাও অতীত। রাজবাড়ি লাগোয়া রাজদিঘিতেই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। তবে আড়ম্বর কমলেও ঐতিহ্যের টানে আজও বহু মানুষ মহিষাদল রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় সামিল হন।

দুর্গা মায়ের কাছে মঙ্গল কামনায় গ্রাম জুড়ে নিরামিষ খাওয়ার প্রচলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মহালয়ার পরের দিন থেকেই দেবী দুর্গা মায়ের কাছে মঙ্গল কামনায় গ্রাম জুড়ে নিরামিষ খাওয়ার প্রচলন রয়েছে। দশমীতে দেবী মূর্তি বিসর্জনের পরের দিন থেকেই আবার শুরু হয় আমিষ খাওয়ার প্রচলন। পুজোর কটাদিন মণ্ডপে দেবী দুর্গার ভোগ হিসেবে থাকে পাঁচ রকমের মিষ্টি যেমন পান্তুয়া, কানসাট, রসগোল্লা, লালমোহন, রসকদম্ব এবং সন্দেশ। এছাড়াও থাকে লুচি, সুজি। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো নিয়ম মেনেই গাজোল ব্লকের চাকনগর এলাকার কায়েপাড়ার দেবী দুর্গার পুজো এই ভাবেই হয়ে আসছে। দেবী মায়ের পুজোর জন্য গ্রামের সবাই নিরামিষ আহার করেন। মণ্ডপ প্রাঙ্গণে কোনওরকম আমিষের ছোঁয়া থাকে না। পুজোটি অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে হয়। অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। পুজোকে ঘিরে মেলা বসে। সেখানে প্রচুর মানুষ অংশগ্রহণ করে। চাকনগর দুর্গাপূজা কমিটির সেবায়েত শম্ভুনাথ রায় বলেন, মহালয়ার পরের দিন থেকেই গ্রাম জুড়ে সকলেই নিরামিষ খাওয়ার খান দশমী পর্যন্ত। এটি গাজোলের প্রাচীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই অক্টোবর। ২৮ শে আশ্বিন।দুর্গা দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : আজ ১৬ ই অক্টোবর তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : আজ ১৬ ই অক্টোবর হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : আজ ১৬ ই অক্টোবর বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : আজ ১৬ ই অক্টোবর নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : আজ ১৬ ই অক্টোবর লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : ১৬ই অক্টোবর আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(শারদীয়া দুর্গাদেবীর দ্বিতীয়া তিথী মহাপুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নিরঞ্জন হয় না প্রতিমার, স্বপ্নাদেশে পাওয়া নিম কাঠের দেবী দুর্গা জয়চণ্ডী নামেই পূজিতা হচ্ছেন হাওড়ার ঘোষাল বাড়িতে

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হিন্দু সনাতন শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে দেবীর বিসর্জন হয় না, আর সেই শাস্ত্র বাক্যকে আপ্ত করেই ১০৭ বছর ধরে হাওড়ার ঘোষাল বাড়িতে দেবী দুর্গা পূজিতা হয়ে আসছেন। মহাষষ্ঠী থেকে বোধনের মাধ্যমে মায়ের আরাধনা শুরু হয়। দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুর্গাপুজোর পত্তন হয় হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের ঘোষাল বাড়িতে। ১০৭ বছর পূর্বে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে হাওড়ার জয় নগর গ্রামের জমিদার নাফর চন্দ্র ঘোষালের হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল ঘোষাল বাড়ির পুজো। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে দুর্গা মূর্তি থাকলেও জয়চণ্ডী নামেই এখানে দেবী দুর্গা পূজিত হন। স্থানীয় বাসিন্দারাও ঘোষাল বাড়ির দেবী দুর্গাকে এই নামেই চেনেন। প্রায় পনের হাজার মানুষের এই গ্রাম একবাক্যে এই ঘোষাল বাড়ির মাকেই আরাধ্য বলেই গণ্য করেন। জয়নগর গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত দেবী জয়চণ্ডীর মন্দির। দুর্গাপুজোর সময় এই এলাকায় কোনো বারোয়ারি পুজো হয় না। সমগ্র গ্রামের মানুষ ঘোষাল বাড়ির পুজোতেই সমবেত হন।

দুর্গাপুজো শুরু হলেও এই বাড়ির পুজোতে রয়েছে দেবীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। জমিদার নফরচন্দ্র ঘোষাল মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মন্দির পার্শ্ববর্তী নিমগাছের কাঠ থেকে মায়ের প্রতিমা তৈরি করে দেবী জয়চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠা করেন। আরাধিত দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন নিষেধ বলেই নির্দিষ্ট সময়ের পর রং করার কাজ সম্পন্ন হয়। যদিও সেই প্রক্রিয়া ঘোষাল বাড়ির সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয় না। দেবী স্বয়ং স্বপ্নাদেশে প্রতিমার অঙ্গরাগ করার নির্দেশ দেন। তারপরই প্রতিমা অঙ্গরাগের কাজে হাত দেওয়া হয়।

ওই কাজে হাত দেওয়ার আগে গভীর রাতে পটুয়াকে স্নান করে শুদ্ধাচারে এই কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ওই সময়ে গোটা গ্রামে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয় মায়ের অঙ্গরাগের সময়ে কেউ যেন মন্দিরে প্রবেশ না করে। কাঠের খিলানের মাধ্যমে তৈরি মায়ের নিম কাঠের প্রতিমা ছোট ছোট অংশে অঙ্গরাগের সময় খুলে নেওয়া হয়। অতীতে ৩৩ বছর পূর্বে একবারই স্বপনাদেশ পেয়ে রং করার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হলেও আর হয়নি রং করার কাজ। তাই বর্তমান বংশধরেরা মায়ের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মন্দিরের বাইরে রঙের প্রলেপ পড়লেও গর্ভগৃহ আজও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। ঘোষাল বাড়ির পুজোতে শতবর্ষের বেশি সময় ধরে অতীতের রীতি-নীতি, পুজো পদ্ধতিতে এতটুকুও বদল হয়নি। তাই এই বাড়ির পুজোতে নব পত্রিকার স্থাপন হয় না। করা হয় না কুমারী পুজো। যদিও পুজোর আচারে রয়েছে চালকুমড়া বলি।

ঘোষাল বাড়ির পুজোতে মায়ের জন্য নিবেদিত ভোগ -এ রয়েছে নানা বৈচিত্র। মূলত মহাষষ্ঠী থেকে ৪ দিন আলাদা আলাদা ভোগ নিবেদন করা হয়। যার মধ্যে নবমীর দিনে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। বছরের বিশেষ দিনে এবং পূর্ণিমা তিথিতেই মায়ের শাড়ি বদলানো হয়।

ঘোষাল বাড়িতে বড় হয়ে ওঠা জয়নগর গ্রামের বয়স্কা গৃহবধূ ভারতী ধারা বলেন, মায়ের অনেক অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। যার মধ্যে একদিন তার জ্ঞাতিতে কারোর মৃত্যু হয়েছিল, যদিও সেই খবর তিনি তখনও পাননি। মন্দিরে বসে মায়ের জন্য মালা গাঁথ ছিলাম। কিছুতেই সুতো পড়াতে পারছি না। পরে আমি বুঝলাম আমার অশৌচ হওয়ার জন্য ওই মালা মা পড়বেন না। গোটা গ্রামকে মা সব বিপদ থেকে রক্ষা করে রয়েছেন। শুধু গ্রামের লোক নয় বাইরে থাকা আসা প্রতিটা ব্যক্তি এই মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মায়ের সামনে একবার মাথা নত করেন।' এছাড়াও গ্রামের একটি মাত্র পুজো হলেও কারোর থেকে কোনোরকম চাঁদা নেওয়া হয় না। এছাড়াও ঘোষাল বাড়ির ট্রাস্টি বোর্ড আছে সেইখান থেকে দুর্গাপুজো সহ নিত্য পুজোর সব ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে গোটা গ্রামের বাসিন্দারা একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন বলে জানান তিনি।

ekdin_page_3_Layout 1 10/15/2023 10:23 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২৮ আশ্বিন, ১৪৩০, সোমবার

নিজেদের অবস্থান বদল করে একদিনের বিধানসভা অধিবেশনে অংশ নেবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভার একদিনের অধিবেশনে অংশ বিজেপি বিধায়কেরা নেবেন কি না তা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে নিজেদের অবস্থান বদল করল বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। রবিবার দুপুরে বিরোধী দলনেতা জানান, 'আমারা ১১টায় সকলকে ডেকেছি, আমরা ভিতরে ঢুকব। বিরোধিতা করব, জোরালো ভাবে এর বিরোধিতা করব।' সূত্রে খবর, বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেদের প্রতিবাদ বিধানসভায় লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই বিরোধী দলনেতা একেবারে শেষ মুহূর্তে বিশেষ অধিবেশনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এক বিজেপি বিধায়কের কথায়, 'বিজেপি যে দলগত ভাবে মন্ত্রী ও বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, জনমানসে এই বার্তা দিতেই আমরা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বক্তব্য রখবো।' এদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন না, তা আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বিরোধী দল অনুপস্থিত হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়ায় অধিবেশন নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ কমছিলই। কিন্তু রবিবার আচমকাই অধিবেশনে যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেন শুভেন্দু। ফলে দুই বিলে আলোচনার সময় অধিবেশন উত্তপ্ত হতেই পারে।

শুক্রবার আচমকাই জানানো হয়, ১৬ অক্টোবর সোমবার বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশন বসবে। এ কথা জানার পরেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু জানিয়ে দেন, অধিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানার পরেই তারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিধানসভার সচিবালয় থেকে বিজেপি পরিষদীয় দল জানতে পারে, মন্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করতে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালায়েন্স অ্যাক্ট ১৯৫২' এবং বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করতে 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার অ্যামিউজমেন্টস) অ্যাক্ট ১৯৩৭' সংশোধন করা হবে। তারপরেই শুভেন্দু বলেন, 'আমরা ওই দিন থাকব না। বিধায়করা সকলেই পুজোয় ব্যস্ত থাকবেন। আমাদের এই বিল নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। ওরা আনছে, ওরা ওদের মতোই পাশ করাবে।'

এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় নিজের বক্তব্য শেষে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মন্ত্রী থেকে বিধায়ক সব স্তরেই ৪০ হাজার টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করছে সরকার। সরকারের বেতন কাঠামো অনুযায়ী, বিধায়কদের বেতন প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল ৫০ হাজার টাকা। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রীরা এত দিন মাসে ১০ হাজার ৯০০ টাকা করে পেতেন। এখন থেকে তাঁরা পাবেন ৫০ হাজার ৯০০ টাকা। এছাড়া, রাজ্যের পূর্ণমন্ত্রীদের বেতন ছিল ১১ হাজার টাকা। তাঁরা বেতন বাবদ এবার থেকে ৫১ হাজার টাকা পাবেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং প্রতিমন্ত্রী, পূর্ণমন্ত্রীরা এত দিন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে এক লক্ষ ১০ হাজার টাকা পেতেন। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কিন্তু ওই সিদ্ধান্তকে সমর্থন না করার কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, 'বিধায়কের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না।'

নিয়োগ ও আর্থিক বেনিয়মের তদন্তে যোগেশচন্দ্র ল' কলেজে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ ও আর্থিক বেনিয়মের তদন্ত করতে কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজে রবিবার দুপুরে পৌঁছল সিআইডি-র একটি টিম। এই কলেজে নিয়োগ ও আর্থিক বেনিয়ম নিয়ে অভিযোগ ওঠে। তার জল গড়ায় হাইকোর্টে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, এই মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন।

হাইকোর্টের নির্দেশের পরই তৎপর হয় রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ কলেজে যায় সিআইডির দল। এদিকে ছুটির দিনেও কলেজে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, এদিন তাঁকেই নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু নথিও রাজ্য গোয়েন্দা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন বলে খবর।

প্রসঙ্গত, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, জালিয়াতি সহ একাধিক অভিযোগে যোগেশ চন্দ্র ল কলেজের অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও লাভ না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলেজের ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। ওই মামলাতেই যোগ্যতা না থাকার কারণে গত ৫ অক্টোবর যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজের অধ্যক্ষ সুনন্দা ভট্টাচার্যকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই নির্দেশ যদিও ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ হয়ে যায়। ফের অধ্যক্ষ পদে বহাল হন সুনন্দা ভট্টাচার্য। কলেজের অধ্যক্ষ পদে সুনন্দাদেবীর অপসারণের নির্দেশ খারিজ করলেও ডিভিশন বেঞ্চ সিআইডি তদন্তের ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করেনি। এদিকে যোগেশচন্দ্র কলেজের মামলাতে নাম জড়িয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছিল, উপযুক্ত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন তিনি। সিআইডি সবকিছুই খতিয়ে দেখছে।

ডানবার কটনমিল লাইনের বসবাসকারীদের হাতে মিউটেশন সার্টিফিকেট তুলে দিলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বহু বছর ধরে বন্ধ নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়া পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ডানবার কটন মিল। রুটিরুজি হারিয়ে বিপন্ন শ্রমিক পরিবার এখন অতি কষ্টে দিন গুজরান করে চলেছেন। একমাত্র সম্বল মাথার ওপর ছাদ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও করছিলেন তারা। যদিও পুজোর মুখে উপহার পেলেন ডানবার শ্রমিক লাইনের বাসিন্দারা। শনিবার রাতে ২৫ জন পরিবারের হাতে গারুলিয়া পুরসভার পক্ষ থেকে দখলকৃত মিউটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হল। তাদের হাতে এদিন মিউটেশন সার্টিফিকেট তুলে দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার পূর্ত দপ্তরের সিআইসি গৌতম বসু-সহ পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা। এদিন সাংসদ বলেন, বহু বছর ধরে বসবাসকারী শ্রমিক পরিবারদের উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গারুলিয়া পুরবোর্ড দখলকৃত মিউটেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সাংসদ অর্জুন সিংয়ের কথায়, ডানবার কটন মিল লাইনের হাল পরিবর্তনে তার সাংসদ তহবিলের এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সাংসদের আশা, আগামীদিনে ডানবার শ্রমিক লাইনের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর তথা গারুলিয়া পুরসভার পূর্ত দপ্তরের সিআইসি গৌতম বসু বলেন, ১৯৮৭ সাল থেকে বন্ধ ডানবার কটন মিল। আর বন্ধ মিলের শ্রমিক পরিবার ৬০-৭০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। মিল বন্ধের পর একাধিকবার মালিকানা বদল হয়েছে। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষের তরফে পুরসভায় কর জমা করা হয়নি। গৌতম বাবুর কথায়, পুর আইন মোতাবেক বোর্ড মিটিংয়ে রেজুলেশন করে ডানবার শ্রমিক লাইনের বসিন্দাদের মিউটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হল। আপাতত ২৫ জনকে মিউটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হল।

কলকাতা হাইকোর্টের মহিলা আইনজীবীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা অ্যাপ ক্যাব চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অ্যাপ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনলেন কলকাতা হাইকোর্টের মহিলা আইনজীবী। পুলিশ সূত্রে খবর, এই শ্লীলতাহানির ঘটনায় চারু মার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তার আগেই লেক মার্কেট থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অভিযুক্ত ক্যাব চালক।

সূত্রে খবর, শনিবার মহালয়ায় লেক গার্ডেন্স থেকে নাগের বাজারে যাওয়ার কথা ছিল আইনজীবীর। সেই

কারণে অ্যাপ ক্যাব বুক করেন তিনি। গাড়িতে ওঠার পর দেখেন এসি বন্ধ। জানলাও বন্ধ। এসি চালাতে বলেন। অভিযোগ, এরপরই চালক কুপ্রস্তাব দেয় তাঁকে। পাশের আসনে বসার প্রস্তাব দেয়। তাতেই কথা কাটাকাটি হয়। এরপরই ১০০ নম্বরে ফোন করার চেষ্টা করতে সেই সময় তাঁকে অ্যাপ ক্যাব চালক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। বাধ্য হয়ে চলন্ত অবস্থায় অ্যাপ ক্যাব থেকে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আইনজীবী। এই ঘটনায় লেক গার্ডেন্স ব্রিজের কাছে পুলিশ জড়ো হয়ে যায়। অ্যাপ ক্যাব চালককে হাতেনাতে গ্রেপ্তারও করে। এরপর চারু মার্কেট থানায় এফআইআর দায়ের করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই অ্যাপ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গ থেকে পুরোপুরি বিদায় বর্ষার, দাপট উত্তুরে হাওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গ থেকে পুরোপুরি বর্ষা বিদায় নিয়েছে। আপাতত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই নেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। দু'এক জায়গায় আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে। দক্ষিণা বাতাসের জায়গায় প্রভাব বিস্তার করবে উত্তুরে হাওয়া। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কিছুটা অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে ইতিমধ্যেই। যার কারণে গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে মনোরম আবহাওয়া বিরাজ করছে।

আপাতত শহর কলকাতায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। মেঘমুক্ত থাকবে আবহাওয়া। সামান্য আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৭ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৮৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৫২ শতাংশ। আগামী দুই দিন ধীরে ধীরে কমবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি।

হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, পুজোর সময় দক্ষিণবঙ্গে সেভাবে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। নবমী এবং দশমীতে রাজ্যের কিছু কিছু জেলা যেমন কলকাতা, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে খুব সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে।

এদিকে, ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমছে উত্তরবঙ্গে। সোম, মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক হাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে। এরপর বৃষ্টির পরিমাণ ক্রমশ কমবে। শুধুমাত্র দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দেশে কমবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

৫৯-এ ধীরে হেঁটে ৬০ এ বাজার গরম করতে চায় ভবানীপুর ৭৫ পল্লি

শুভাশিস বিশ্বাস

বড় কোনও ঝড় আসার আগে প্রকৃতি হঠাৎ-ই একটু বেশি মাত্রায় শান্ত হয়ে যায় বা থ মেরে যায়, এটা অনেকেই জানেন। ঠিক এমনই এক ইঙ্গিত মিলছে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজোতেও। কারণ, প্রতি বছর নানা থিমে নজর কাড়ে দক্ষিণ কলকাতার ঐতিহ্যশালী এই পুজো। তবে এবার থিম ছেড়ে একেবারে পুরনো পুজোর ছবি ধরা পড়বে ভবানীপরের ৭৫ পল্লিতে। এদিকে এই পুজো সবার কাছে আবার পরিচিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের পুজো হিসেবেই।

২০২৩-এ ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজো সম্পর্কে বলতে গেলে সর্বপ্রথম বলতে হয় টিজারের কথা। বেশ নজর কাড়া টিজারে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে প্রথমেই বার্তা দেওয়া হয়েছিল, '৫৯-এ একটু নরম, ৬০-এ করব বাজার গরম।' কথাটা যে ১০০ শতাংশ সত্যি তা বোঝা গেল এই পুজো কমিটির অন্যতম এক সদস্য সুবীর দাসের কথায়। তিনি জানান, 'সামনের বছরই এই পুজো পা দেবে ৬০-এ। ৬০-এর পুজোকে একটা বিরাট আকার দেওয়ার আগে ৫৯ এ খুব নজরকাড়া কিছু করতে চাইছেন না পুজো উদ্যোক্তারা। কথার মধ্যে কোথাও যেন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, ৬০ বছরের পুজোর প্রস্তুতি যেন শুরু হয়ে গিয়েছে এখন থেকেই। এরই পাশাপাশি সুবীরবাবু এও জানান, থিমের ঠাকুর এবার না করে সাবেকি পুজোকেই এবার প্রাধান্য দিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। থিমের পুজো ভবানীপুর ৭৫ পল্লিতে শুরু হয় ২০১২ থেকে। এর আগে ঠিক থিম বলতে যা বোঝায় তা করা হত না। যেটা করা হতো, তা হল কোনও কিছুর রেপ্লিকাকে পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা মাত্র। এই প্রসঙ্গেই সামনে এল এই পুজোর পুরনো দিনের কথাও। এক বছর ভবানীপুর ৭৫ পল্লির থিম ছিল, 'নীল সাদায় এক টুকরো ভবানীপুর'। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, জয়পুর থেকে ঘুরে আসার পর কলকাতাকে নীল সাদা রংয়ে মুড়ে ফেলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। আর তার এই পরিকল্পনাকেই যেন থিমে বাস্তবায়িত করে ভবানীপুরের এই পুজো। যা দেখে উদ্বোধনে গিয়ে বিস্মিত হন মুখ্যমন্ত্রী। এরকম প্রতি বছরই নিত্য নতুন নজর কাড়া থিম সামনে এনেছেন পুজো উদ্যোক্তরা। এবছরে থিম থেকে সরে গিয়ে সাবেকিয়ানার পথেও হাঁটাও যেন নতুন আরও এক চমক। এবারের পুজোতে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে খুব একদম সাদা মাঠা ঢংয়ে। পুরনো দিনে প্যান্ডেলে দেখা যেত কাপড়ের কুচির কাজ। এবার সেই কাজই নজরে আসবে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির প্যান্ডেলে পা রাখতেই। তবে প্যান্ডেলের ডেকরেটিভ পার্টে রাখা হয়েছে পাহাড়ি শুকনো ফল। শুকনো ফল প্যান্ডেল ডেকরেশনে ব্যবহারের পিছনেও রয়েছে এক কারণ। কারণ, কাঁচ থেকে শুরু করে শামুক বা ঝিনুকের কাজ একঘেয়ে হয়ে গেছে শিল্পী প্রশান্ত পালের চোখে। তাই তাঁর চিন্তনে উঠে আসে এই শুকনো ফলের কথাই। সঙ্গে রয়েছে পান আর আমপাতাও। শিল্পী প্রশান্ত পালের হাতে এই মণ্ডপসজ্জা যে বেশ নজর কাড়বে সে ব্যাপারেও নিশ্চিত পুজো উদ্যোক্তারা। এরই সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে একেবারে সনাতনী ঢংয়ে। আলোকসজ্জাতেও বিশেষ কারুকার্য কিছু রাখা হচ্ছে না বলেই জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তরা। তবে পুজো মণ্ডপে নজর কাড়বে ঝাড়লণ্ঠন। সব মিলিয়ে ২০২৩-এর ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজোকে একেবারে সাবেকি ঘরানার পুজো হিসেবেই তুলে ধরা হচ্ছে বললে ভুল হবে না।

এদিকে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজোয় পঞ্চমী থেকে নবমী মণ্ডপে বসছে নহবৎ। দায়িত্বে উস্তাদ আহমেদ আব্বাস খান। ফলে চণ্ডীপাঠ আর নহবতের সহাবস্থানে অন্য যে কোনও পুজোর থেকে যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ হতে চলেছে ভবানীপুর ৭৫ পল্লিতে তাতে সন্দেহ নেই পুজো উদ্যোক্তাদের। সর্বোপরি এই পুজো ঠিক অন্যান্য আর পাঁচটা সর্বজনীনের মতো নয়। এক ঘরোয়া আবহও মেলে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির পুজোয়।

এদিকে এই পুজোর কার্যকরী সভাপতি বাবলু সিং জানান, 'ঐতিহ্য রাতারাতি গড়ে ওঠে না। এর শিকড় অনেক গভীরে পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই ঐতিহ্যের কথা মনে রেখেই এই বছর ভবানীপুর ৭৫ পল্লি সাবেকিয়ানার পথে হেঁটেছে।' এবার এই পুজোর উদ্বোধন রবিবারই হয়ে যাচ্ছে ভার্চুয়ালি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে, আর কার্নিভালের অংশ নেওয়ার পর নিরঞ্জন হবে দেবী প্রতিমার।

একইসঙ্গে তিনি এও জানান, একটি জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গাপুজো করাই শেষ কথা নয় ভবানীপুর ৭৫ পল্লির। একইসঙ্গে সারা বছর ধরে নানা ধরনে সামাজিক দায়িত্ব পালনও করেন পুজো উদ্যোক্তারা। আর এই সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁরা নির্মূল করেন সমাজের সব অশুভ শক্তি। এছাড়াও এই পুজোকে ঘিরে যে সাবস্ক্রিপশন এবং ডোনেশন সংগ্রহ হয় তার একটি বড় অংশ সারা বছর সামাজিক কাজে ব্যবহার করা হয়। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোয় ভবানীপুর ৭৫ পল্লির বার্তা, 'ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার।'

মা সারদার বাড়ি আহিরীটোলা যুবকবৃন্দের প্রতিমা। ছবি: অদিতি সাহা

তৃণমূল মুখপাত্রের রহস্যময় টুইট, রাজ্যের এক শীর্ষ স্থানীয়র বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের রহস্যময় এক টুইট ঘিরে রীতিমতো আলোড়ন পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই টুইটে এক ভয়াবহ ঘটনা সামনে এনেছেন তিনি। টুইটে কুণালের দাবি, রাজ্যের এক শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নাকি এক মহিলাকে ধর্ষণ এবং নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে। আর গোটা ঘটনাটাই নাকি ঘটেছে দিল্লিতে। কে এই ব্যক্তি, কী ঘটনা, সে বিষয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি তৃণমূল নেতা।

রবিবার কুণাল মোট দু'টি টুইট করেন। প্রথমটি বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ। সেখানে তিনি লেখেন, 'রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও নির্যাতনের মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থল দিল্লি। অভিযোগকারিণীর চেন্নাই, কোচি, দিল্লিতে যাতায়াত আছে। অভিযুক্ত সাংবিধানিক রক্ষাকবচে আছেন। নগরপাল অভিযোগের চিঠি-সহ ফাইল নবান্ন সচিবালয়ে পাঠিয়েছেন।' এর বেশি কিছু না লিখে কৌতূহল তৈরি করতে নিচে 'আপাতত এইটুকু' বলে উল্লেখও করেন কুণাল।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণালের এই টুইটের পর থেকেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর পরিচয় নিয়ে। এরপর বিকেল ৩টে নাগাদ তিনি ফের টুইট করেন। সেখানে লেখেন, 'রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় এক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে যিনি ধর্ষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ এনে চিঠি দিয়েছেন, তিনি একজন কৃতী মহিলা, ওডিশি নৃত্যের বিশিষ্ট শিল্পী। মালয়লম ভাষাতেও পারদর্শী। অভিযুক্ত ব্যক্তির পদ সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত। তাই পুলিশি পদক্ষেপে আইনি বাধা।' এই পোস্টটির শেষেও কুণাল 'আপাতত এইটুকু' লিখে কৌতূহল জিইয়ে রেখেছেন।

সম্পাদকীয়

গেরুয়া শিবিরের এই কোন্দল থামাবে কে?

এই রাজ্যে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে ১৮টি আসন জিতে যে সাফল্য দেখিয়েছিল বিজেপি, সেইসময় তাদের রাজ্য সভাপতি ছিলেন দিলীপবাবু। সেই সাফল্যে ভর করেই ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে জিততে ঘর ভাঙানোর খেলায় নামে বঙ্গ বিজেপি। ঘর ভাঙানোর কাজে কিছুটা সফল হলেও ভোটে মমতার দলের কাছে নাস্তানাবুদ হয় বিজেপি। ইতিহাস বলছে, ওই ভোটের পর থেকেই বিজেপি'র অধঃপতন শুরু হয়েছে। হয়েছে সভাপতি বদল। রাজ্য সভাপতি হন সুকান্ত মজুমদার। তারপর বিভিন্ন জেলার জেলা সভাপতি ও মণ্ডল সভাপতি পরিবর্তন হয়। বঙ্গ বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেশি করে মাথা চাড়া দিয়েছে এরপর থেকেই। প্রায় সর্বত্রই অভিযোগ ওঠে, 'আদি' বিজেপি'র নেতা-কর্মীদের বাদ দিয়ে তৃণমূল থেকে আসা ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বসানো হয় বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'নব্য'রাই এখন দলের সামনের সারিতে রয়েছেন। এই আদি ও নব্যদের লড়াইয়ের পরিণতিতেই নেতৃত্বের কারও কারও গলায় জুতোর মালা উঠেছে, কারও কুশপুতুল দাহ হচ্ছে, রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে 'সেটিং' করে দুর্নীতির অভিযোগও উঠছে। এমনকী দলীয় পদ 'বিক্রি' হচ্ছে বলেও অভিযোগ শোনা যাচ্ছে! মজার ব্যাপার হল, দুর্নীতির প্রশ্নে সিবিআই, ইডি তদন্তের দাবিও তুলছে বিজেপিরই অন্দরের কেউ কেউ! গত মাসে তো বাঁকুড়ায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে তালা মেরে ঘরবন্দি করে রাখা হয়েছিল! নেতাদের কারও উদ্দেশে স্লোগানও ওঠে তৃণমূলের দালাল, নারীভোগী, দুর্নীতিগ্রস্ত বলে। এককথায়, বঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপি'র এই নতুন ধামাকা এখন রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শূন্য কলসির আওয়াজ বেশি। গত এপ্রিলে কলকাতায় এসে মোদি মন্ত্রিসভার সেকেন্ড ইন কমান্ড অমিত শাহ বলেছিলেন, এরাজ্যে '২৪-এর লোকসভায় ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৫টি পাওয়ার টার্গেট বিজেপির। বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ। ঢাল তরোয়ালহীন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত বঙ্গ বিজেপির নেতারা এরপরই শাহের সুরে তাল মিলিয়ে মমতার দলকে হারানোর খোয়াব দেখতে শুরু করেন। কিন্তু ভোটে জিততে হলে তো দরকার মজবুত সংগঠন। সম্ভবত সে কথা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। এরাজ্যে কয়েক হাজার বুথ এলাকায় এখনও বিজেপির লোকই নেই। জিততে হলে দরকার দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব, যাঁরা দলের সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। বঙ্গ বিজেপিতে তার অভাবও প্রকট। বঙ্গ-বিজেপি আসলে অনুগামী নির্ভর। তারা ভাবে, দিল্লি থেকে মোদি-শাহ এসে বুঝি সব ঠিক করে দেবেন, আর রাজ্যে এসে সিবিআই-ইডি কলকাঠি নেড়ে শাসকদল তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলে সব মুশকিল আসান করে দেবে। কিন্তু বঙ্গ বিজেপি'র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তো রাস্তায় নেমে এসেছে। শাহ-নাড্ডার আসন্ন সফরের আগেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি বিজড়িত পার্টি অফিসের বাইরে দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের যে বিরল ঘটনা ঘটল তাকে তাঁরা সামাল দেবেন কীভাবে? আপাতত হয়তো গেরুয়া শিবির এর প্রতিষেধক খুঁজতে ব্যস্ত। বালখিল্য আচরণ ও এই বিক্ষুব্ধদের রাশ টানতে কোনও টোটকা আছে কি শাহ-নাড্ডার কাছে?

শাশ্বত কথা

কৃপা

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্ম-জন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়। মলযের হাওয়া লাগলে যে-সব গাছের সার আছে,সেই সব গাছ চন্দন হয়,কিন্তু অসার-যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছ কিছু হয় না। ভগবৎ কৃপা পেলে যাঁদের সার আছে তাঁরাই মুহূর্তের মধ্যে মহা সাধুভাবে পূর্ণ হন, কিন্তু বিষয়াসক্ত অসার মানুষের সহজে কিছু হয় না।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

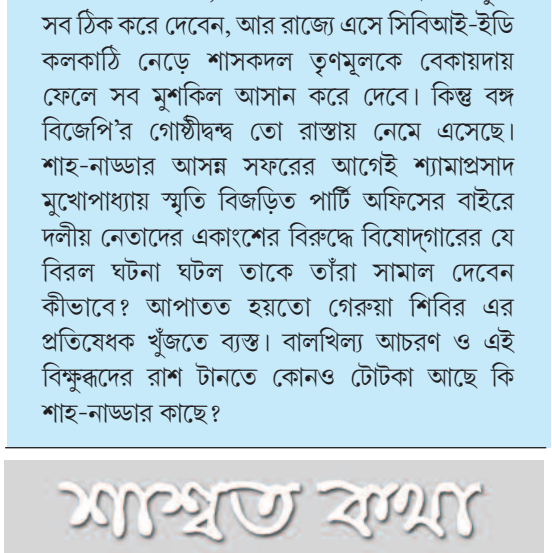

হেমা মালিনী

১৯৪৬ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নবীন পট্টনায়েকের জন্মদিন।
১৯৪৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী হেমা মালিনীর জন্মদিন।
১৯৯১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শার্দুল ঠাকুরের জন্মদিন।

দেবী দুর্গা সাম্যের দেবী

সুবল সরদার

পুজো আসে স্বপ্ন নিয়ে। দোলা, নৌকা কখনো বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি আসেন স্বপ্ন ফেরি করতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে। দশমীর বিসর্জনে সেই স্বপ্ন ফেরি শেষ হয়ে যায়। তিনি ফিরে যান স্বর্গে। আমরা ফিরে আসি পৃথিবীর বুকে, ব্যস্ত হয়ে উঠি গতানুগতিক কাজে। মাঝে কটা দিন বিরতি। তখন আমরা মহামায়ার ধ্যানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। বিভোর হয়ে থাকি মহাশক্তির আরাধনায়, উন্নত জীবনের সাধনায়। পৃথিবী আনন্দ নিকেতন হয়ে ওঠে নতুন রূপে নতুন সাজে। নতুন ভাবনায় প্রজাপতির মতো ডানা মেলে তখন বাতাসে। আগমনীর সুর বাজে কাশবনে। অলির মতো বাতাস মাতোয়ারা শিউলির গন্ধে। আগমণীর মতো কাশ ফুলও আসে পুজোর বার্তা নিয়ে,শিশিরে ভেজা সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে। মন দোলা খায়। বন্দি মন কাশ ফুলের সঙ্গে মুক্তি খোঁজে। ফুলের গন্ধে আমরা তখন পথহারা। পুজোর ছন্দে আমরা কেমন ছন্দহারা। তাই দেবী শারদে শারদীয়, প্রকৃতিতে প্রকৃতীয়া। শরতের জন্যে দেবীর এতো টান কিসের? মনে হয় আমাদের মতো শরৎ ও দেবী আরাধনা মেতে ওঠে। রূপে-গন্ধে-বর্ণে-রসে সে অনন্যা হয়ে ওঠে। শরৎ যদি না আসত, দেবী কি আসত না? স্বপ্নরা কি ডানা মেলে উঠতো না? আসলে দুর্গা পুজো বাঙালির মননে এক বিরাট নান্দনিক জগৎ সৃষ্টি করে, বেঁচে থাকার অসীম প্রেরণা জোগায়। তিনি শুধু সার্বজনীন নয়, তিনি এখন বিশ্বজনীন। দুর্গা পুজো আমাদের, কিন্তু উৎসব সবার। তাই তিনি আসেন বিশ্বায়ণ থেকে উৎসবায়ণ হয়ে। বিশ্ব জুড়ে এখন তাঁর লীলা খেলা। গ্রামের পুজো থেকে শহরে, দেশে থেকে বিদেশে! বিশ্ব পথে খুব সুন্দর এই পথ যাত্রা ।মা দুর্গার সঙ্গে বাঙালির নাড়ির টান। তাই মর্ত্যের কন্যা হিসেবে আমরা দেবীকে কল্পনা করতে ভালোবাসি। ধরাধামে আনন্দের সীমা ধরে না। ছুটির বাতাসে প্রবাসীরা বিদেশ থেকে দেশে ফেরে পুজোর গন্ধে। মিলনের সুর বেজে ওঠে মহামিলনের মাঝে। পুজো আসলে ভালবাসার এক বন্ধন। বাঙালির বেঁচে থাকার বড় প্রেরণা দেবী দুর্গার মাভৈঃ মন্ত্র।

আসলে পুজো আসে আমাদের ভাবনাতে, মননে। পুজো নিয়ে আসে একরাশ স্মৃতি। এখন আর আগমনী সুর তোলে না বাতাসে। ডিজে নামক শব্দ দৈত্য গিলে ফেলেছে তাকে। চিরাচরিত সেই রীতিকে হারমানতেই হয় অনান্দনিক মানসিকতার কাছে। পুজো আসে এখন বিজ্ঞাপনে। জুতো, শাড়ি, মোবাইল থেকে কেনাকাটার দোকানে। পুজো আসে কর্পোরেটে, বড়লোকদের ভোগ বিলাসিতায়। তিনি মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে এখন আর উঠতে পারেন না। সুন্দর কল্পনার অপমৃত্যু হয় শিল্প কলা বর্জিত এই থিমের যুগে। তাই দুর্গা পুজো থিম ছাড়া এখন আর কিছু নয়।

ছোটো বেলায় আমার পুজো ছিল না। অপু-দুর্গার মতো অমলিন পোশাকে পুজো গন্ধে তবু নেচে ওঠা মন। নতুন জামা প্যান্ট পরে পুজোর ঝলমলে আলোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে আমার কখনো ঘোরা হয়নি। তাই আমি কখনো ভালোবাসার ভিড়ে হারিয়ে যাইনি। যে ছেলেটা পুজোর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বেলুন বিক্রি করে, সে পুজো দেখতে পায়? পুজো থেকে সে বহু দূরে। অপু- দুর্গার মতো আমার পুজো দেখা হয় নি, যা দেখেছি শুধু মনে মনে। পুজো মানে আমার কাছে আনন্দের গল্প নয়, দুঃখের গল্প। হারিয়ে যাওয়া শৈশব। তাই পুজো এলেই ছুটে বেড়াই সেই শৈশবের পিছনে পিছনে। পুজোর আগে পুজো আসে আমার কাছে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের মতো। আমার পুজো মহালয়া থেকে ষষ্ঠী। আমার পুজো পিতৃপক্ষ থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় মাতৃপক্ষে। বিসর্জনের আগে বিসর্জন হয় আমার সেই পুজো মাতৃপক্ষে।

অবশ্য পুজোর থেকে পুজোর ছুটি আমার খুব ভালো লাগে।

তাই পুজো আসে। চারদিকে পুজোর ছবি দেখি। দূর নীলিমায় ত্রিনয়না দেবী ছবি ভাসে। ফুলের গন্ধে বাতাসের মাদকতা লাগে। মন অস্থির হয়ে ওঠে। কাশবনে খুশির বাতাস ঢেউ খেলে মহাসুখে। শরতের নীল নিলীমার দূত হয়ে শিশির ঝরে সবুজ ঘাসের রেখায়। শরতের প্রভাতে দিঘির কালো জলে শতদল পাপড়ি মেলে শিশিরে ভিজে। দেখি দুচোখ ভরে দেবীর সেই মানসী রূপ।

মহালয়ার দিন ভোরে একরাশ ঘুম চোখ নিয়ে শুনেছি দেবীর সেই ভৈরবী নৃত্য। সুরে- ছন্দে কণ্ঠ মেলে দেবীর নৃত্যে। তখন শিরশিরে বাতাসে ভালোবাসার ছোঁয়া লাগে। আমি জেগে উঠি বিস্ময়ে, ঘোর তন্ময়ে দেবীর চোখে চোখ মেলে। স্বর্গ থেকে দেবীর মর্ত্যে প্রথম পদার্পণ ঘটে বেল গাছের তলায় দেবীর মাসীর বাড়িতে। বেল তলা থেকে নব পত্রিকার স্নান-শঙ্খ বাজে উলুধ্বনি দিয়ে। এমন ধ্বনির সুর কেউ কখনো কোথাও শুনেছে! কৃষ্ণের বাঁশির মতো সেই উলুধ্বনির মিষ্টি সুর সারা বিশ্বকে মোহিত করে তোলে।

তখন পুজো মানে মনে হতো বড় লোকদের আনন্দ দান করা আর গরীবদের দুঃখ মোচনের জন্যে মায়ের এই আগমন। তাই তিনি দুগর্তিনাশিনী। তিনি বড় লোক, গরীব মানুষ, সবাইকে সমান চোখে দেখেন। তিনি অসাম্যের বিনাশকারিণী, সাম্যের দেবী। তিনি অমঙ্গল বিনাশকারিণী মঙ্গলাময়ী। তিনি শুভ-অশুভ দ্বৈত্য শক্তির এক অসীম আধার। তিনি রণে রণ চণ্ডিকা আবার তিনিই মমতায় মমতাময়ী। তিনি জগৎ জননী দেবী দুর্গা!

রবি তীর্থের হেরিটেজ স্বীকৃতি

ডঃ পঙ্কজ কুমার রায়

১৮৬২ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুর জমিদার বাড়ীতে অবস্থানের সময় ভ্রমণ কালে স্থানটি আশ্রমের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। ১৮৬৩ সালে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নামকরণ করেন 'শান্তিনিকেতন' (খত্নদ্রত্মত্র দ্ধ দ্মত্রখত্বত্র)। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পাঠভবন' প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বেরিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর 'পাঠভবন' মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়, যা বিশ্বভারতী নামে অধিক পরিচিত ও সমাদৃত। যা প্রকৃত অর্থেই বিশ্ব শিক্ষার অঙ্গনে পরিণত হয়ে 'যেখানে পৃথিবী শান্তির নীড়ে বাসা বেধেছে' ('where the world makes a home in the nest')। পৃথিবীর প্রথম চালু বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বীকৃতি প্রদান করা হল। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে দাবি পত্র প্রস্তুত করেন সংরক্ষণ স্থপতি, আভা নারায়ণ লাম্বাই এবং মনীশ চক্রবর্তী।

খোয়াইয়ে সোনাঝুরি হাট, বাউল মেলা, ছাতিমতলায় উপাসনা কক্ষ, রবীন্দ্র সংগ্রহশালা, শীতকালে পৌষ মেলা, বসন্তের রঙের উৎসব 'বসন্ত উৎসব', কুটির শিল্প, শান্তিনিকেতন আর্ট সম্মিলিতভাবে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করেছে। ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় শান্তিনিকেতন ভারতের ৪১তম হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের স্বহস্তে প্রথম খসড়া লেখেন প্রেম বিহারী ও অলংকরণ করেন নন্দলাল বসু ও তার সুযোগ্য ছাত্র বৃন্দ। শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য, কলা ও বৌদ্ধিক ইতিহাস চর্চার প্রাণ কেন্দ্র শান্তিনিকেতন। আধুনিক গুরুকুল শিক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। ১৯১৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ কে লিখলেন, 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিশ্বের সাথে ভারতের যোগসূত্র গড়ে তুলবে।' এই স্বীকৃতি এক অর্থে বহুমাত্রিকতার স্বীকৃতি।

'দাও ফিরে এ অরণ্য, লহ হে নগরে'র বাইরে নতুন পৃথিবী বাড়ীর ডাক দিয়েছিল বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের স্বীকৃতি প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা। আরণ্যকের সাধনা থেকে চুন-সুরকির জয়গান কে কোথাও ঠেকানোর প্রচেষ্টা উপনিষদের অমোঘ বাণীকে অনুরণিত করার শিক্ষালাভ। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যার উদ্ভাবন চাইতেন। বিদ্যার বিতরণ নয়। বিদ্যার উদ্ভাবনই শিক্ষা, এটি তারই স্বীকৃতি লাভ। এই স্বীকৃতি আত্মশ্লাঘায় নিমজ্জিত হওয়া নয়, উত্তরণের জয়গান ঘোষণা করছে। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে রোমা রল্যাঁ ইন্ডিকা লিখলেন। চিন-ভারতের আবহমান দ্বন্দের মাঝেও চিনাভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে কোথাও যেন দূর কে নিকট, পরকে ভাই করার আহ্বান রেখে যান। নতুন পৃথিবী খোঁজার, নতুন পৃথিবী গড়ার আহ্বান ছিল বিশ্বভারতী। প্রগাঢ় অন্ধকারের মাঝে, নতুনের অন্বেষণের আহ্বান এই স্বীকৃতি। রবির কিরণ ছটায় শান্তিনিকেতন উদ্ভাসিত হোক বাংলা তথা ভারত উদ্ভাসিত হোক, বাংলা তথা ভারত উদ্ভাসিত হোক। বিশ্বভারতীতে বিশ্ব এসে মিশবে। প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নয়, উন্মুক্ততার বাতাবরণে শান্তিনিকেতন নিজেকে মেলে ধরবে।

পঁচিশে বৈশাখ ইউনেস্কোর উপদেষ্টা সংস্থা আইকোমস শান্তিনিকেতনের নাম সুপারিশ করে। ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঐতিহ্যক্ষেত্রের হেরিটেজ তকমা এনে দেয়। ভারতের ৪১ তম বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্রের এই স্বীকৃতি এক অক্লান্ত সাধকের সাধনার স্বীকৃতি। যিনি বলতে পারেন— 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'।

লেখক: অধ্যক্ষ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

মহালয়ার গানে সমন্বয়ের সুর

সেখ আব্দুল মান্নান

মহালয়ার দিন থেকেই পুজোর ঢাকে পুরোদমে কাঠি পড়ত মুচি পাড়ায়। আমাদের বাড়ির অনতিদূরেই ছিল তিনটি পরিবারের মুচি পাড়া। জানকি আর তার কিশোর ছেলে মনসা মুচি, দু বাপবেটা মিলে ঢাক কাঁসরের মহড়া শুরু করত আশ্বিনের শুরুতেই ।সকাল সন্ধ্যে ঢাক কাঁসরের বোলে মাতিয়ে দিত পাড়া। আওয়াজ পেয়ে আমরা কজন ছুটে যেতাম মুচি পাড়ায়। মুচি পাড়ার পাশেই নাপিত পাড়া। এক লক্ষণ দরাজ গলায় গাইত কিশোর কুমার, মান্না দে-র গান। ঢাক কাঁসরের বোল আর তাঁতের মাকুর বোল মিলেমিশে হয়ে যেত একাকার। যেমন মহালয়ার গানে বিভোর হয়ে যেত সবাই।

প্রতিবছর মহালয়ার আগের দিন আমাদের মুসলমান পাড়ার অনেকের মনেও অদ্ভুত এক উন্মাদনা দানা বাঁধত। ভোর বেলায় মহালয়ার গান শোনার জন্য কেউ নতুন ট্রানজিস্টার রেডিও কিনে আনতো। কেউ রেডিওর পুরোনো বেটারি বদলে নতুন বেটারি বাড়িতে দু ব্যান্ডের রেডিওতে মহালয়ার গান বাজলেও আমাদের রেডিওর গমগমে আওয়াজে নাপিতদের রেডিওর আওয়াজকে চাপা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় আব্বা এক ধরণের তৃপ্তি উপভোগ করতেন মনে মনে।

এখন দিকে দিকে একশ্রেণীর হীনমনা মানুষ যখন জাতপাত ধর্মাধর্মীর নোংরা খেলায় মেতে ওঠে তখন সেদিনের মহালয়ার আনন্দে হিন্দু মুসলমানের মেতে ওঠার মুহূর্তগুলো আজও বড় তৃপ্তি দেয় আমায়। কেবলই

পরিবারের ছেলেদের নিয়েই একটা আস্ত পাড়া। আমাদের বাড়ি লাগোয়া তাঁতি পাড়া। পাঁচু লক্ষণ, ভোঁদা লক্ষণ, কাশী লক্ষণ, তিন ভাইয়ের সারাদিন তাঁত বোনার মাকুর ঠকাঠক শব্দ দাপিয়ে বেড়াত তাঁতি পাড়া, মুচি পাড়া, নাপিত পাড়া হয়ে মুসলমান পাড়া পর্যন্ত। তাঁত বুনতে বুনতেই তিনভাই আপন মনে গান গাইত মাকুর তালে। বিশেষ করে ছোট ভাই কাশী লাগত। আমার আব্বাও আমাদের পাঁচ ব্যান্ডের রেডিওর জন্য কিনে আনতেন নতুন এভারিডি বেটারি। মহালয়ার দিন ভোর বেলায় বারান্দায় একটা টুলে রেডিওটা রেখে ফুল ভলুউমে চালিয়ে দিতেন আব্বা। যাতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর ভরাট কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পীর মধুর কণ্ঠের গান তাঁতি পাড়া,মুচি পাড়া, নাপিত পাড়া ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় সারা গ্রামে। নাপিত মনে হয় সেদিনের অমলিন দিনগুলো কেন আজ কালিমা লিপ্ত! জাতিধর্ম নির্বিশেষে যার যার ধর্মাচারণ সেই সেই জাতিধর্মে সীমাবদ্ধ থাকুক আর মহালয়ার আনন্দ প্রাণখুলে উপভোগ করুক সবাই। দিকে দিকে ধ্বণিত হোক সমন্বয়ের সুর মহালয়ার গানে ।এদিন থেকেই একটু একটু করে পুজোর আনন্দে ভরে উঠুক বাংলার আকাশ বাতাস।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিঙ্গুরে মশাসুর নিধন এবং প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ার অভিযান

বস্ত্র বিতরণ এবং ঝাঁট মন্ত্রী বেচারাম মান্নার

বনস্পতি দে

সিঙ্গুর: রবিবার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সিঙ্গুর হাসপাতালে স্বচ্ছ ভারত মিশন ও নির্মল মিশন বাংলা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মশাসুর নিধন এবং প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য সাফাই অভিযান শুরু হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, এসডিও চন্দননগর, বিডিও সিঙ্গুর সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রবিবার সিঙ্গুর হাসপাতাল চত্বরে মন্ত্রী বেচারাম মান্না নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে। সেই সঙ্গে অন্যান্য দলীয় কর্মীরা পঞ্চায়েতের সদস্যরা সবাই মিলে ঝাঁট দিলেন। মন্ত্রী বেচারাম মান্না সিঙ্গুর ব্লকের বেশ কিছু গ্রামে

নিজে হাতে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করলেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমরা গ্রামগুলি পরিষ্কার রাখতে চাই এবং এইসঙ্গে হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করে দিলাম। হাসপাতাল হচ্ছে পবিত্র জায়গা সুতরাং হাসপাতাল সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সরকারি নির্দেশে নির্মল গ্রাম রাখ তে হবে, প্লাস্টিক সরিয়ে ফেলতে হবে, সব পরিষ্কার করা হল। এখন ডেঙ্গু এখানে থাবা বসাতে পারেনি। সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে সেটাই আমরা সাধারণ মানুষকে বারবার বলছি, সবসময় গ্রামগুলিকে পরিষ্কার রাখতে হবে।'

রবিবার আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সিঙ্গুর ব্লকের কেভিডি অঞ্চলের বেড়াবেড়ি গ্রাম ও গোপালনগর গ্রামের ১৬০০ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। গ্রামের মানুষরা খুব খুশি হলেন নতুন বস্ত্র পেয়ে।

টাকার বিনিময়ে সদ্যোজাতকে বিক্রির অভিযোগ দিদার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ৭ দিনের সদ্যোজাত শিশুকে টাকার বিনিময়ে বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দিদার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সদ্যোজাতর মাকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চ স্ট্রিট এলাকার এই ঘটনায়।

ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বুলা খাতুন কারিগর দাবি করেন, তিনি জানতে পারেন তাঁর ওয়ার্ডের গৃহবধূ বর্ষা বিবি, গত ৯ তারিখে শান্তিপুর হাসপাতালে সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে জন্ম দেন। গত বুধবার শান্তিপুর হাসপাতাল থেকে ওই গৃহবধূ ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। গতকাল রাতে ওই ওয়ার্ডের বেশ কিছু মানুষ তাঁকে এসে অভিযোগ করেন বর্ষা বিবির সদ্যোজাত শিশুকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, সেইমতো ওই গৃহবধূর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তিনি। ঘটনার সত্যতা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিপুর থানার পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেন তিনি।

রবিবার সকালে ওই সদ্যোজাতকে কোথায় বিক্রি করা হয়েছে এই নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যদিও কার হাত দিয়ে ওই সদ্যোজাতকে বিক্রি করা হল সেটাও তদন্ত করে। তবে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মধ্যস্থ মহিলাকে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই সদ্যোজাতটিকে জগদ্দলে পাচার করা হয়েছে, খবর জানতেই মধ্যস্থ ওই মহিলাকে নিয়ে সদ্যোজাতকে উদ্ধার করতে যায় পুলিশ। যদিও শিশু বিক্রির ঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বুলা খাতুন কারিকর।

অন্যদিকে সদ্যোজাতর মা বর্ষা বিবির দাবি, তাঁর বাবার বাড়ি ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মালঞ্চ স্ট্রিটে, শ্বশুরবাড়ি নদিয়ার বিননগরে। সন্তান প্রসবের জন্য বাবার বাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর মা খালেদা বিবি তাঁকে না জানিয়ে তাঁর সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। যদিও সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বুলা খাতুন কারিগরের দাবি, আগামী দিনে যাতে তাঁর ওয়ার্ডে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্যই কড়া হাতে ব্যবস্থা নেন তিনি। অন্যদিকে ওই সদ্যোজাত শিশুকে কত টাকায় বিক্রি করা হল, আর এই শিশু বিক্রির চক্রের সঙ্গে কারা কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

আরামবাগে শুভেন্দুর সভায় আসার সময় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আরামবাগে শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা ও র‍্যালিতে আসার সময়ে আক্রান্ত হলেন বিজেপির কর্মীরা। অভিযোগ, আসার সময়ে রাস্তায় আটকে ব্যাপক মারধর করা হয় বেশ কয়েকজন বিজেপির কর্মীকে। তাঁদের মারধরের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনার অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। ঘটনাটি আরামবাগের বোলুন্ডি এলাকায় ঘটে।

রবিবার বিকেলে আরামবাগে একটি সভা ও র‍্যালি ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। আর সেই মিটিং ও র‍্যালিতে যোগ দিতে জনা কুড়ি বিজেপির কর্মী আরামবাগের মলয়পুর থেকে আসছিলেন আরামবাগ বোলুন্ডি রুট ধরে। অভিযোগ, সেখানে বোলুন্ডিতে তাঁদের আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূলের লোকজন। তাতে বিজেপির কর্মীরা আক্রান্ত হন। বেশ কিছুক্ষণ তাঁরা সেখানেই পড়ে থাকেন। খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ঘটনাস্থলে হাজির হয়। তাঁদের উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় আরামবাগ থানার পুলিশ। সভা থেকে অপরূপা পোদ্দারকে একহাত নিয়ে বলেন, 'ও আর টিকিট পাবে না। টিকিট পাওয়ার জন্য আমাকে প্রতিদিন গালাগালি করছে। কারণ অভিষেকের কাছে এক নম্বরে থাকার জন্য। আর আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি অপরূপা পোদ্দার টিকিট পেলে আমরা ওকে তিন লক্ষ ভোটে হারাব। আর অন্য কেউ টিকিট পেলে আড়াই লক্ষ ভোটে জিতব।'

যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন জেলা পরিষদের সভাধিপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আগত দুর্গোৎসবের সময় রক্তসংকট দূর করতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজ রবিবার মৌতড় মানদা সুন্দরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত। সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া, জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুমিতা সিং মল্ল, জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার,জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি মেঘদূত মাহাত, এলাকার তথা পারা বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক উমাপদ বাউরি, পারা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক কুম্ভকার, রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এদিনের ওই শিবিরে এলাকার ছোট ছোট খুদে শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে। এদিনের ওই শিবিরে শতাধিক তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

মহালয়াতেই দুর্গার আবাহন ও বিসর্জন, একদিনের পুজো বার্নপুরে

বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

মহালয়ায় মা দুর্গা আসেন, আবার মহালয়াতেই ফিরে যান। অভিনব একদিনের দুর্গাপুজো হয় বার্নপুরে।

হীরাপুরের ধেনুয়া গ্রামে আগমনী দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যায় দেবীপক্ষে। দামোদরের নদের তীরে ধেনুয়া গ্রামে রয়েছে কালীকৃষ্ণ আশ্রম। শনিবার ভোর থেকে শুরু দুর্গাপুজো। তার আগে একই মন্দিরে রাতে অমাবস্যায় কালীপুজো হয়। তারপর আগমনী দুর্গার আবাহন। একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। একদিনের এই অভিনব এই দুর্গাপুজো দেখতে বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে আসেন ধেনুয়া গ্রামে।

পুরোহিতের দাবি, বিভিন্ন খ্যান অনুযায়ী পুজোর লোকাচারগুলি হয়। চার রকমের ভোগ করতে হয় একদিনেই। দশমীর পুজো শেষে ঘট বিসর্জন হয়ে গেলেও, মাতৃ প্রতিমা রেখে দেওয়া হয়। মন্দির কমিটির দাবি, এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সেবাইত ছিলেন জ্যোতিন মহারাজ। তাঁর গুরুদেব তেজানন্দ ব্রহ্মচারী স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো চালু করেছিলেন। বছর পাঁচেক আগে সেবাইত জ্যোতিন মহারাজও

অবশ্য মারা যান। এখন পুজো চালাচ্ছেন গ্রামের মানুষজন।

গ্রামবাসীরা জানান, ১৯৩০ সালে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। মহামায়া অর্থাৎ আগমনী দুর্গা পুজো শুরু হয় ১৯৭৮ সাল থেকে। একদম প্রথমদিকে আগমনী দুর্গার রূপ ছিল অগ্নিবর্ণা পরে স্বেতশুভ্র, এখন রং বাসন্তী। দশভুজা দেবী এখানে সিংহবাহিনী হলেও অসুরদলনী নন। আগমনী দুর্গার সঙ্গে থাকেন দুই সখী জয়া ও বিজয়া। ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দারা একদিনের এই পুজোতে মেতে ওঠেন। তবে পুজো শেষে আশপাশের দু'-তিনটে গ্রামের বাসিন্দাদের মন বিষন্ন হয়ে যায়।

জ্বলে উঠল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির হোম কুণ্ড

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

শাক্ত মতে প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতিকে বজায় রেখে হোম যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে রবিবার শুভ সূচনা হল নদিয়ারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ বাড়ি প্রাঙ্গণে দেবী রাজরাজেশ্বরীর আরাধনা। রবিবার সকাল থেকে নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজ বাড়িতে দেবী আরাধনার সূচনা পর্বে অংশগ্রহণ করেন রাজ পরিবারের সদস্যরা। প্রাচীনকাল থেকে কৃষ্ণনগরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ বাড়িতে দেবী দুর্গা রাজরাজেশ্বরী রূপে পূজিত হয়ে আসছেন। এই প্রসঙ্গে রাজমাতা অমৃতা রায় জানান, দুর্গা পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসেবে আজ থেকে শুরু হয়ে হোমযজ্ঞ, চলবে নবমী তিথি পর্যন্ত। এছাড়াও প্রাচীন রীতি মেনে সপ্তমীর দিন ৭ রকম, অষ্টমীর দিন ৮ রকম ও নবমীর দিন ৯ রকম পদের উপকরণ সাজিয়ে মাকে ভোগ নিবেদন করা হয়। পাশাপাশি যুদ্ধবেশে মহামায়া রূপী মা দুর্গার আরাধনা শাক্যমতে হওয়ার কারণে এখানে বলির প্রথা রয়েছে। তবে বর্তমানে পশু বলির বলির বদলে আখ কলা ও কুমড়ো বলি দেওয়া হয় বলে জানান তিনি। পূর্বের রীতি অনুযায়ী কামন দাগার মধ্যে দিয়ে দুর্গাপূজার শুভ সূচনা হওয়ার নিয়ম থাকলেও বর্তমানে আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে তা এখন বন্ধ রয়েছে বলেও এই দিন জানান রাজমাতা। এছাড়াও রাজ বাড়ি প্রাঙ্গণেই নির্মাণ হয় দেবী প্রতিমা। আধুনিকতাকে দূরে সরিয়ে প্রাচীন রীতিকে বজায় রাখার মধ্যে দিয়ে আজও প্রতি বছর বেয়ারাদের কাঁধে চেপে রাজ বাড়ির সরোবরে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় বলে জানান রাজমাতা অমৃতা রায়। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর নদিয়ার রাজা মহারাজা, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভবনে দুর্গাপূজা দেখতে কৃষ্ণনগরের স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়া দূর দুরান্ত থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটে।

ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় যুবতীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক যুবতীর দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার বিহার সীমান্ত এলাকায়।

গণধর্ষণের পর মুখে অ্যাসিড দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ওই যুবতীকে এমনই অভিযোগ স্থানীয় গ্রামবাসীদের। রবিবার সাতসকালে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের বিহার সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় একটি জমি থেকেই উদ্ধার হয় ওই যুবতীর মৃতদেহ। গ্রামবাসীদের দাবি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মদ, অ্যাসিডের বোতল এবং কন্ডোম। যদিও মৃত যুবতীর কোনও পরিচয় পুলিশ জানতে পারেনি। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিহার এলাকার বাসিন্দা হতে পারেন ওই যুবতী। কারণ, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানকার গ্রামবাসীরা উদ্ধার হওয়া মৃত যুবতীরকে শনাক্ত করতে পারেননি।

এদিন মালদার চাঁচল মহাকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের নসরপুর এলাকার মাটির রাস্তার ধারের জমি থেকেই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আর এই ঘটনার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে। নসরপুর এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এই গ্রামের পরেই রয়েছে বিহার। তাতেই মনে করা হচ্ছে ওপার থেকে ওই যুবতীকে দুষ্কৃতীরা তুলে নিয়ে এসে এখানে গণধর্ষণের পর মুখে অ্যাসিড মেরেই খুন করেছে। যেভাবে মৃত যুবতীর দেহ পড়েছিল এবং আশেপাশে যেসব সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে তাতেই মনে হচ্ছে খুব নৃশংসভাবেই ওই যুবতীকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

এদিকেই ঘটনার পর ওই এলাকায় পৌঁছন হরিশ্চন্দ্রপুর থানা সহ চাচল মহকুমার পদস্থ পুলিশ কর্তারা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধর্ষণের পর খুন, নাকি অন্য কিছু তা এখন পরিষ্কারভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। গ্রামবাসীরা সবটাই অনুমান করেই পুলিশের কাছে জানিয়েছে। তবে মৃত যুবতীর কোনও পরিচয় এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার করে জানা যায় নি। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলা যাবে।

RAMAKRISHNA VEDANTA MISSION TEACHERS' ACADEMY
CHANDIPUR : PIRPUR : HOWRAH
Recognised by NCTE Affiliated to BSEAU.

Situation Vacatnt

Application are invited from deserving candidate for B.Ed. Course, as per NCTE Norms for post of Asst. Professors in Physical Science-01, Mathematics-01, & Pol.Sc-01. Apply with C.V. and scan copy of all Mark Sheets, Passport Photo & Aadhaar Card through Email:- (rvmta.chandipur@gmail com) within 20-10-2023. Contact. 9434119041

President

মহিলার গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক মহিলার গলার নলিকাটা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বরের জামনা পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামে এক কৃষকের খামারবাড়ি থেকে মহিলার দেহটি উদ্ধার হয়। মৃত মহিলার নাম সোনামণি হেমব্রম, বয়স আনুমানিক ৪৫।

খেত মজুরের কাজে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বেশ কিছুদিন আগে এক কৃষকের কাছে এসেছিলেন সোনামণি হেমব্রম ও মানিক ভুঞ্জা। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ সোনামণি হেমব্রমের গলাকাটা দেহ ওই চাষির খামারবাড়িতে পড়ে থাকতে দেখেন ওই চাষি সহ এলাকার মানুষজন। খবর দেওয়া হয় মন্তেশ্বর থানায়। খবর পেয়ে মন্তেস্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় আটক করা হয় ওই মহিলার সঙ্গী মানিক ভুঞ্জাকে। পুলিশ জানিয়েছে, মানিক ভুঞ্জা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনের বাসিন্দা। মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশপাশি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ধৃত মানিককে রবিবার কালনা আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হোমের পড়ুয়াদের পুজোয় নতুন পোশাক বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গলসি ২ নং ব্লকের বাবা-মা হারা ৯ বছরের নন্দিনী দাস ও ৬ বছরের মঙ্গল দাসের বর্তমান ঠিকানা হল বর্ধমান ব্লাইন্ড অ্যাকাডেমি। বাবা-মাকে হারানোর পর থেকে এর ওর কাছে চেয়েচিন্তে পেট চলত ওই দু'জনের। খবর পেয়ে মে মাসে জেলা আধিকারিকদের সহযোগিতায় তাদের বর্ধমান ব্লাইন্ড অ্যাকাডেমিতে রেখে আসেন গলসি ২ নং ব্লকের বিডিও সঞ্জীব সেন। তবে তারপর থেকে তাদের প্রতি একটা মায়া পরে যায় তাঁর। মাঝে মধ্যেই তাদের দেখতে যান তিনি। গত ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবসের পর এদিন তাদের দেখতে আসেন তিনি। তার এই মহান কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এসডিও সদর সাউথ কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল।

এদিন তিনি ওই হোমে থাকা ৫০ জন মা-বাবা হারা ছেলে মেয়েদের জামাকাপড়, বইখাতা, ফলমূল সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়ে হাজির হন বিডিও সঞ্জীব সেন। আবাসিক কিশোর, কিশোরীদের কিছুক্ষণের আনন্দ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এসডিও সদর সাউথ কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল, এডিএম ডেভলপমেন্ট ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান। হোমের পড়ুয়ারা তাদের নাচগান ও জিমনাস্টিক প্রদর্শন করে। পাশাপাশি তারাও গান শোনান হোমের বাচ্চাদের। হোমে বিডিও ও জেলা আধিকারিকরা আসায় খুশি হন হোম কর্তৃপক্ষ।

মহালয়ার দিন তলিয়ে যাওয়া তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মহালয়ার দিন স্নান করতে গিয়ে হিন্দমোটরে গঙ্গার ঘাটে বানের জলে তলিয়ে যাওয়া চার যুবকের মধ্যে তিনজনের মৃতদেহ রবিবার বেলার দিকে পুলিশ উদ্ধার করেছে উত্তরপাড়ার তিন জায়গা থেকে। একজনের দেহ উদ্ধার হয় বালিখালের কাছে, অন্যজনের দেহ উদ্ধার হয় হিন্দমোটরের ধারসার কাছে গঙ্গার ঘাট থেকে অপর একটি দেহ ওই এলাকারই গঙ্গা থেকে পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ তিনটি দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে অপরজনের দেহের খোঁজ চলছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহগুলি তাড়দের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে শনিবার সারারাত ও রবিবার গঙ্গায় লঞ্চ খোঁজাখুঁজি করেছে, এখনও তল্লাশি চলছে ডুবুরি লঞ্চ দিয়ে।

শাখা-এসবিআই, আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন ব্যাঙ্ক -এর কাছে চার্জড স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির প্রতিকী দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ৩০.১০.২০২৩ তারিখে ১১,৯৯,৬৫০.০০ টাকা **শ্রী নির্মল চক্রবর্তী**র কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বকেয়া আছে। রিজার্ভ মূল্য হবে **১৪,০৩,০০০.০০ টাকা এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে ১,৪০,৩০০.০০ টাকা।**
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: চিফ ম্যানেজার (মেইনটেনেন্স), আরএসিপিসি হাওড়া। নাম- শ্রীমতী তন্দ্রিতা বিশ্বাস। ই-মেইল আইডি: sbi.10263@sbi.co.in মোবাইল নং- ৯৬৭৪৬২৮৫৩২
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ৩০.১০.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা প্রতিটি ১০ মিনিটে সীমাহীন এক্সটেনশন সহ

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর নাম এবং ঠিকানা	যে বকেয়া পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হচ্ছে এবং দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	টাইটেল ডিড হোল্ডারের নাম	টাইটেল ডিড হোল্ডারের নাম এবং স্থাবর সম্পত্তি/গুলির বর্ণনা	সংরক্ষিত মূল্য(যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না) ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) বর্ধিত মূল্য	অংশগ্রহণের অনুরোধ পত্র/ কেওয়াইসি ডকুমেন্টস / ইএমডির প্রমাণ ইত্যাদি জমা দেওয়ার তারিখ এবং সময় ই-অকশনের তারিখ ও সময়-
১.	**শ্রী নির্মল চক্রবর্তী** পিতা-প্রয়াত নিরঞ্জন চক্রবর্তী, দক্ষিণ থানামাখুয়া, পোস্ট-দানেশ সেখ লেন, পঞ্চাননতলা লেন, হাওড়া-৭১১১০৯	১১,৯৯,৬৫০.০০ টাকা ১৬.০৩.২০২২ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ এবং খরচ ও ব্যয় সহ অ্যাকাউন্ট নং- ৩৮৬২৭২৮০৪২৮, ৩৮৬২৭২৯৮০৪৯, ৩৯৮১০৪৮৫৬৬৬ এর জন্য। সারফেইসি ১৩(২) নোটিশ এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ১৬/০৩/২০২২ ০৮/০৬/২০২২	শ্রী নির্মল চক্রবর্তী	সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: শ্রী নির্মল চক্রবর্তী দলিল নং. ২০১৭ এর ০৫০১০১৬৪৭ দোতলা আবাসিক বিল্ডিং সহ ০১ কাঠা ০১ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- থানামাকুয়ার মধ্যে অবস্থিত, সংশ্লিষ্ট আরএস দাগ নং -৭০৫, এলআর দাগ নং ৮৭৯, আরএস খতিয়ান নং - ৩৬৬ এর সাথে সম্পর্কিত, এলআর খতিয়ান নং ৫১৯২ এর সাথে সম্পর্কিত, জেএল নং. ৪০, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ১৪১, পঞ্চাননতলা লেন, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৪৫ এর সীমার মধ্যে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার - হাওড়া ও অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার- রানিহাটির এখতিয়ারের মধ্যে। উত্তরে- অন্যদের সম্পত্তি; দক্ষিণে- অসিম শী এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্বে- নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সম্পত্তি; পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ।	১৪,০৩,০০০.০০ টাকা ১,৪০,৩০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা	২৫/১০/২০২৩ তারিখ সকাল১১টা থেকে বিকাল ৪টা ৩০/১০/২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা প্রতিটি ১০ মিনিটে সীমাহীন এক্সটেনশন সহ

ই-অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলী :
১. ইচ্ছুক ক্রেতা/ দরদাতাকে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ইএমডি এর পরিমাণ (১০% রিজার্ভ মূল্যের সমতুল্য) জমা দিতে হবে '**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া**'-এর অনুকূলে যে কোনও জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে সেইসঙ্গে ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ পত্র সহ, সনাক্তকরণের প্রমাণের স্ব-প্রত্যয়িত কপি (কেওয়াইসি), প্যান কার্ড, বর্তমান ঠিকানা প্রমাণ, বৈধ ইমেল আইডি এবং যোগাযোগের নম্বর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়ার অনুমোদিত অফিসারের কাছে।
২. সর্বোচ্চ দরদাতাকে নিলামের পরিমাণের ২৫% নিলামের তারিখ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অনুমোদিত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে; প্রদেয় ইএমডি সমন্বয় করা হবে। নিলামের অবশিষ্ট ৭৫% বিড গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে। টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে ইতিমধ্যেই জমা করা পুরো টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয় নিশ্চিতকরণের আগে যেকোনো পর্যায়ে যে কোনো সম্পত্তি বা তার অংশ প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। **সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে ১৮.১০.২০২৩ থেকে ১৯.১০.২০২৩ (সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা) পর্যন্ত।**
৪. সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে। সফল দরদাতা ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সমস্ত দরদাতার জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
৫. রেজিস্ট্রেশন, স্ট্যাম্প ডিউটি/ট্যাক্স ইত্যাদি সহ সমস্ত অ্যাটেনডেন্ট চার্জ ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
৬. এটি উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের প্রতি ও একটি নোটিশ যা তাদের বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা হলে উপরে উল্লেখিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
৭. এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর অধীনে প্রয়োজনীয় পনের দিনের (১৫ দিনের) নোটিশও।
৮. **ই-অকশন 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেমন আছে তেমন আছে' ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং 'অনলাইন' পরিচালনা করা হবে অকশনটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড পরিচালনা করবে , ওয়েব পোর্টালের নাম- https://sbi.auctiontiger.net এবং হেল্প লাইন নং ৬৩৫২৬৩১৭৬৬, ৬৩৫২৬৩২০৯৮, ৯২৬৫৫৬২৮১৯, ৭৮৫৯৮০০৬২১,৬৩৫২৬৩১৯৬৮, এবং ইমেল আইডি:** support@auctiontiger.net । ই-অকশনের জন্য ব্যাঙ্ক/সেবা প্রদানকারীর কোনো কারণ নির্বিশেষে সাইটে অ্যাক্সেসে কোনো বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৯. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের ভিত্তিতে সম্পত্তি/গুলিতে কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়-দায়িত্ব, সম্পত্তির টাইটেল/নিলামে রাখা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া/সম্পত্তিকে প্রভাবিত করার বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করতে হবে। ই-অকশনের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনও প্রতিশ্রুতি বা কোনও প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়াগুলির জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। [দ্রষ্টব্য: ব্যাঙ্কের কাছে কোনো দায়-দায়িত্ব জানা থাকলে তা জানানো হবে।]
১০. বিক্রয়টি সিকিউরিটিজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তের সাপেক্ষে হবে।
দ্রষ্টব্য: অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে সুরক্ষিত পাওনাদার, ব্যাঙ্ক সমস্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের কাছে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে। যদি কোন পক্ষের দ্বারা এটি না প্রাপ্তি হয়, তাহলে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির এই প্রকাশনাটিকে পরিষেবার বিকল্প পন্থা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ : ১৬.১০.২০২৩
স্থান : হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শারদীয়ার প্রাক্কালে মন ভালো নেই ডাক শিল্পীদের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: আকাশে বাতাসে আগমনীর সুর, দিন কয়েক বাদ মণ্ডপে মণ্ডপে আসতে চলেছেন দেবী দশভুজা। বেশিরভাগ ঠাকুরদালানগুলোতেই মায়ের মূর্তিতে মাটির প্রলেপ সহ রঙের কাজ প্রায় শেষ। এবার পালা অপরূপ ডাক সজ্জায় মাকে সাজিয়ে তোলার। দেবীর মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ডাক একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ডাকই মৃন্ময়ী মাকে এক অপরূপ শোভা প্রদান করে থাকে। কিন্তু শারদীয়ার প্রাক্কালে একেবারেই মন ভালো নেই মায়ের ডাক প্রস্তুতকারীদের। এর কারণ একটাই বর্তমান বাজারে ডাকের চাহিদা থাকলেও জোগান দিতে ব্যথ, কেননা বর্তমান বাজারে ডাক তৈরির

সামগ্রী দাম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় দাম মিলছে না শিল্পীদের। এর ফলে বছরভর ডাক প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহকারী এই মানুষগুলোর যেন শিল্প সৃষ্টির মনোবলটা অনেকটাই ভেঙে পড়ছে।

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া ব্লকের জগন্নাথপুর গ্রামের এই মালাকার পাড়ার প্রায় ২০টি পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের দাবি, ভোটের পূর্বে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা তাঁদের সাহায্য করার আশ্বাস দিয়ে গেলেও সেই আশ্বাস এখনও অবধি আশ্বাস হয়েই রয়ে গিয়েছে। কোনও সরকারি অনুদান মেলেনি তাঁদের, মিললে এই শিল্পকে একটা অন্যস্তরে নিয়ে যাওয়া যেত বলেই জানাচ্ছেন শিল্পীরা। পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই কাজে এলেও বর্তমান বাজার তাঁদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিচ্ছে।

কী হবে এতগুলো পরিবারের যাঁরা বছরভর নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে মা দুর্গা সহ অন্যান্য দেব দেবীর ডাক সরবরাহ করেন। সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। পরেও কি মিলবে কোনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা নাকি তিমিরেই রয়ে যাবে তাঁদের এই সমস্যা।

সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের উপস্থিতিতে দুর্গাপুজোর চেক বিলি গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাংলার প্রাচীন কৃষ্টি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিক ধরা পড়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয়। এই দুর্গাপুজো যাতে সুন্দরভাবে হয় ও পুজো কমিটিগুলিকে যাতে আর্থিক অনটনে করতে না হয় সেই জন্য রাজ্য সরকার অনুদানের ব্যবস্থা করে। সেইমতো হুগলির গোঘাট থানা থেকে শুক্রবার ১২৩ টি পুজো কমিটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চেক তুলে দেওয়া হয়। প্রতিটি পুজো কমিটিকে ৭০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। দুর্গাপুজো কমিটিগুলির পাশে দাঁড়াতে চেক বিলি করে প্রশাসন। এদিন চেক বিলির সময় উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়, গোঘাট থানার ওসি অরূপ কুমার মণ্ডল-সহ

বিশিষ্টজনেরা। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলি একে অপরকে টেক্কা দিতে জোর কদমে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এরই মাঝে সরকারি অনুদানের চেক হাতে পাওয়ায় খুশি পুজো কমিটিগুলিও। এই বিষয়ে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার বলেন, গোঘাটে এদিন ১২৩ টি পুজো কমিটিকে চেক দেওয়া হয়। গ্রামের পুজোগুলিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য রাজ্য সরকারের এই প্রয়াস। অপরদিকে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া চেক দেওয়া হল। পুজো কমিটিগুলি মানব কল্যাণে রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির-সহ নানা কাজ করবে। সবমিলিয়ে এদিন পুজো কমিটিগুলি চেক পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে সদ্যোজাত শিশু চুরি কিনারা করল পুলিশ, গ্রেপ্তার ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সদ্যোজাত শিশু চুরির কিনারা করল পুলিশ। আয়া সহ গ্রেপ্তার ৩ পাচারকারী। রবিবার অভিযুক্তদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদেরকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বেসরকারি নার্সিংহোমে জন্ম হওয়া শিশু পুত্র বাড়িতে ফেরার তিনদিন পর নিখোঁজ হয়ে যায়। বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি দক্ষিণ গ্রাম পঞ্চায়েতের আগাপুর গ্রামের এক গৃহবধূ প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে বেঁড়াচাপার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৪ দিন আগে তিনি সেখানে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার দেখভাল করতে আসে ওই নার্সিংহোমের আয়া পারভিনা ওরফে টুম্পা খাতুন। সেখানে সদ্যোজাত শিশুর মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় হয়। তারপর শিশুর মা-বাবা ওই আয়াকে বাড়িতে নিয়ে যায়। শিশুটির দেখভাল শুরু করে ওই

আয়া। আয়া পরিবারের লোকের অজান্তে সদ্যোজাত শিশুকে চুরি করে নিয়ে চলে যায় নদিয়ার তেহট্ট এলাকায়। ওই শিশু পুত্রের বাবা-মা আয়ার বিরুদ্ধে শিশু চুরির দায়ে বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে বাদুড়িয়ার এসডিপিও অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র নির্দেশে ও বাদুড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সিদ্ধান্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে একটি পুলিশের টিম তৈরি করে অপারেশন শুরু করে। প্রথমে ওই আয়ার ফোন নাম্বার ট্র্যাক করা হয়। জানা যায় তার অবস্থান নদিয়াতে। সেখানে গিয়ে নদীয়া থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিশু চুরির মূল পান্ডা আয়া ও তার দুই সাগরেদ অরূপ সরকার ও মণিরুল মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃত ৩ শিশু পাচারকারীকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদেরকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দেবী সর্বমঙ্গলার ঘট উত্তোলন প্রতিষ্ঠায় শারদোৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রাচীনকাল থেকে রাজ আমলের প্রথা মেনেই রবিবার বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা মায়ের ঘট উত্তোলন ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই বর্ধমানে আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ উৎসবের সূচনা হয়। মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে রুপোর ঘটে কৃষ্ণসায়র থেকে জল ভরে ঘোড়ার গাড়িতে করে ঘট নিয়ে শোভাযাত্রা করে মন্দিরে আনা হয়। এদিনের ঘট উত্তোলন উপলক্ষে শোভাযাত্রায় বহু মানুষ অংশ নেন। এই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। এরপর এই ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয় মায়ের মন্দিরে।

প্রসঙ্গত, ১৭০২ সালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে চুনুরিদের কাছে থাকা দামোদর নদের পার থেকে উদ্ধার করে দেবী সর্বমঙ্গলাকে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচাঁদ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় থেকেই বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা। সেই সময় আজকের মন্দিরের রূপ না থাকলেও, পরবর্তী সময়ে মা সর্বমঙ্গলার বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথে তিনটি স্তরে পোড়া মাটির মূর্তি রয়েছে। মূল মন্দিরের সামনে রয়েছে নাট মন্দির। দক্ষিণের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে দু'ধারে রয়েছে দু'টি শিব মন্দির।

প্রতি বছরের মতো চিরাচরিত প্রথা মেনে মহালয়ার পরের দিন প্রতিপদে দেবীর ঘট তোলা হয়, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিপুল ভক্তসমাগমের মধ্যে, শোভাযাত্রা সহকারে, ঢাক, ব্যান্ড বাজিয়ে, ধুনুচি নাচ সহযোগে জোড়া ঘোড়ার গাড়িতে করে মায়ের বিগ্রহ নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণসায়র থেকে রুপোর ঘটে জল ভরে দেবীর ঘট প্রতিষ্ঠা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ, পুরসভার কাউন্সিলর গণ সহ রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহারাজ, মন্দির ট্রাস্ট কমিটির পদাধিকারীগণ।

মন্দিরের পুরোহিত অরুণ ভট্টাচার্য বলেন, 'আজ ঘট উত্তোলনের মধ্যে দিয়েই শারদ উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। আগামী ৯ দিন ধরে চলবে নবরাত্রির মায়ের পুজো। তার সঙ্গে চণ্ডীপাঠ। এছাড়াও বছরের প্রতিদিনই নিয়ম মেনে দেবীর পুজো হয়। দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। দেবী এখানে কষ্টিপাথরের, অষ্টাদশভূজা সিংহবাহিনী। রুপোর সিংহাসনে মা আসীন। আগে সন্ধি পুজোয় কামান দাগা হত, মেষ, মহিষ ও ছাগ বলি হত। বর্তমানে আর হয় না। সন্ধিপুজোয় কামানের আওয়াজ শুনে আশপাশের সমস্ত জমিদার বাড়িতে সন্ধিপুজো শুরু হত। নবমীতে হয় কুমারী পুজো।' এদিন মা সর্বমঙ্গলার ঘট উত্তোলনকে ঘিরে ভোর থেকেই পুরুষ, মহিলা ভক্তরা নতুন পোশাকে হাজির হয়েছিলেন মন্দির চত্বরে।

পিড়াকাটায় ভ্যাটিকান চার্চের আদলে মণ্ডপ

চিত্ত মাহাতো

মেদিনীপুর: একদা মাওবাদী অধ্যুষিত জঙ্গল মহলের পিড়াকাটায় এই প্রথম বিগ বাজেটের দুর্গাপুজো হচ্ছে। পরিচালনা করেছে পিড়াকাটা বাজার দুর্গাপুজো কমিটি। এবার ছয় বছরে পা দিল। ত্রিশ লক্ষ টাকা বাজেটে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা ও মণ্ডপ। গ্রাম্য এলাকায় এ ধরনের বিগ বাজেটের পুজো এই প্রথম। কমিটির সভাপতি প্রবীর কুমার সাউ। সম্পাদক সমিত দাস বলেন, এলাকার মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। একমাস আগে থেকে প্রায় ৩০জন শ্রমিক নিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ করছেন পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের শিল্পী সৌগত দাস। রোমের ভ্যাটিকান শহরের একটি চার্চের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। দর্শকদের মনে হবে তারা যেন একটি বিদেশের কোনও চার্চের মধ্যে প্রবেশ করছেন। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে এক চালার প্রতিমা এবং ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত টানা পাঁচদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেই সঙ্গে বস্ত্র বিতরণ ও রক্তদান কর্মসূচির পাশাপাশি নবমীর দিন পিড়াকাটা এলাকার পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের প্রায় কুড়ি হাজার মানুষকে খাওয়ানোর আয়োজন থাকছে।

পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য গৌতম দাস বলেন, বাজারের প্রায় সমস্ত ব্যবসায়ী মিলেই এই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছি। এই

গ্রাম্য এলাকায় এ ধরনের বাজেটের পুজো এই প্রথম। বছর পাঁচেক আগে মাওবাদী আতঙ্ক কাটিয়ে এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রথমে আমরা ৫ - ৬ জন মিলে এই পুজোর আয়োজন করি, পরবর্তীতে এলাকার মানুষের সহযোগিতায় শতাধিক সদস্য নিয়ে এই পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।

দুয়ারে সরকার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মালদার নিতাই প্রামাণিকের দুয়ারে মালিশ পরিষেবা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত মালদার নিতাই প্রামাণিক দুয়ারে মালিশ পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। তাঁর কথায় জনদরদী নেত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্যই বাড়ির মহিলারা লক্ষ্মী ভাণ্ডার সুবিধা পাচ্ছেন, দুয়ারে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা মিলছে। সেই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হাতে দুয়ারে মালিশের পোস্টার লেখা নিয়ে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম এবং এক শহর থেকে আরেক শহর ঘুরে বেরিয়ে মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছেন। সেই পোস্টারে লেখা রয়েছে নিতাই বাবুর মোবাইল নম্বর। মালদার যুবক নিতাই প্রমাণিক নাকি পুলিশ ও প্রশাসনের বড় পদস্থ কর্তাদের মালিশও করেন। আবার নানান ধরনের গাঁটের ব্যথা থাকলে সেটিও মালিশের মাধ্যমে ঠিক করে দেন। অনেকে খুশি হয়ে কেউ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। আবার কেউ নগদ মোটা টাকা দিয়েছেন। তবে নিতাইবাবুর নির্দিষ্ট কোনও পারিশ্রমিক নেই। প্রতিবন্ধী ও ভিক্ষুকদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই দুয়ারে মালিশ করে দেন। পাশাপাশি আবার দুয়ারে নাপিত হয়েও চুল, দাড়ি কাটার পরিষেবা দিয়ে থাকেন।

উল্লেখ্য, মালদার চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ভিঙ্গোল গ্রামের বাসিন্দা নিতাই প্রমাণিক দুঃস্থ পরিবারের হলেও ছোট থেকেই তার সামাজিক গঠনমূলক কাজকর্ম করার ইচ্ছে ছিল। বাবার হাত ধরেই মালিশ এবং ক্ষৌরকারের কাজ তিনি শিখেছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দুয়ারে সরকারের প্রকল্পের পর থেকেই উদ্যোগী হন এভাবেই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দুয়ারে মালিশ পরিষেবা দিয়ে যাবেন নিতাইবাবু। বিনিময় যা রোজগার হবে তা দিয়েই চালাবেন সংসার। পরিবারে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং নাবালক ছেলে মেয়ে রয়েছে নিতাইবাবুর।

নিতাই প্রামাণিক বলেন, আমার মোবাইল নম্বর আছে পোস্টারের মধ্যেই। শুধু মালদা নয়, কলকাতা শিলিগুড়িতেও আমি গিয়েছি। দুয়ারে মালিশ লেখা হাতে পোস্টার নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। আমার কাছে প্রতিবন্ধী এবং দুঃস্থ মানুষের মালিশ করাতে গেলে কোনও পয়সা লাগে না। যার যখন ইচ্ছা হয় মালিশের বিনিময়ে সামান্য টাকা দিয়ে থাকে। অনেক পদস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের আমি মালিশ করে গাঁটের ব্যথা, বাতের ব্যথা ঠিক করে দিয়েছি। তাদের অনেকেই খুশি হয়ে পুরস্কারও দিয়েছেন। তবে আমি সম্পূর্ণটাই অনুপ্রাণিত মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে। আসলে ছোট থেকেই সমাজসেবা করার ইচ্ছে ছিল আমার মধ্যে। কিন্তু সংসারটা তো চালাতে হবে। বাড়ির একমাত্র ছেলে হওয়ায় সংসারের চাপ রয়েছে। তাই সামান্য উপার্জনের মাধ্যমেই সারাজীবন এইভাবেই এক শহর থেকে আরেক শহর ঘুরে বেরিয়েই সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে যাব।

কেদারনাথ মন্দির দর্শনের সুযোগ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেশের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ মন্দির নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের আগ্রহ অনেকখানি বেড়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩ হাজার ৫৮৩ মিটার ওপরে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চোরাবাহি হিমবাহের কাছে মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরে চাইলেও নানান কারণে অনেকে পৌঁছতে পারেন না। এবার তাঁদের মন খারাপের দিন শেষ, মহাভারতে উল্লেখিত এই মন্দিরই হাজির লাল মাটির বাঁকুড়ায়। সৌজন্যে, ছাতনার শুশুনিয়া আমরা সবাই দুর্গোৎসব সমিতি। শারদোৎসবের দিনগুলিতে শুশুনিয়া পাহাড় আরও একবার ঘুরে দেখার পাশাপাশি দেবাদিদেব মহাদেবের পবিত্র ধাম কেদারনাথ মন্দির দর্শনের সুযোগ পাবেন আগত দর্শনার্থীরা।

শুশুনিয়া আমরা সবাই দুর্গোৎসব সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিবছর নানান ধরনের আকর্ষণীয় থিম তাঁরা উপস্থাপিত করেন। এবার শুশুনিয়া পাহাড়তলিতে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ মন্দিরকেই তুলে ধরার পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেই মোতাবেক কাজ চলছে। হাতে সময় কম, দায়িত্বপ্রাপ্ত শিল্পীরা এখন দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন।

শুশুনিয়া আমরা সবাই দুর্গোৎসব সমিতির সম্পাদক সুমন কর্মকার জানান,'মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বাজেটের এই পুজো মণ্ডপে মূলত বাঁশ, বাটাম, সিমেন্ট, বস্তা দিয়েই থিম ভাবনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতে আগত দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে একদিকে যেমন হেল্পলাইন নম্বর চালু থাকবে, অন্যদিকে তেমনই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থাও থাকছে বলে তিনি জানান।

অনাথ শিশুদের জামাকাপড় ও খাদ্যসামগ্রী দুর্গার আরাধনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৈত্রী মানে মেলবন্ধন, ঐক্যতা, এই কথা মনে রেখেই তৈরি হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুকে একটি বন্ধুদের গ্রুপ। এখানে বন্ধুদের ছবি কনটেস্ট, ধাঁধা, আড্ডা ইত্যাদি পোস্ট করা হয়। গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ২৯০০ ছুঁই ছুঁই। এই গ্রুপের মেম্বাররা ঠিক করল ছবি কনটেস্ট ছাড়া কিছু সোশ্যাল কাজ করা যায় কিনা।

যেমন ভাবা ঠিক তেমনই কাজ। গ্রুপের মেম্বারদের একটি জমায়েত হয় আর ওখানেই ঠিক হয় সদস্য ও সদস্যারা এ বছর দুর্গাপূজার শুরু করবে কিছু পিছিয়ে পড়া শিশুদের নুতন জামাকাপড় দিয়ে। গ্রুপে পোস্ট করা হল সোশ্যাল কাজ সম্পর্কে।

সকলে যে যার মতো অর্থ অনুদান সংগ্রহ করলেন, গ্রুপের অ্যাডমিনরা ফাল্গুনী গায়েন, সোমা ঘোষ, অর্ক দত্ত, রাখি সাহা, সাহিব জামান নস্করারা নিজেদের কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গেলেন নাকতালার এক অনাথ আশ্রমে, নাম শৈশব। ওখানে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হল কিছু শিশুদের। মৈত্রী গ্রুপের পাশে এসে দাঁড়ালেন আর এক অ্যাডমিন অভিষেক পাল, উনি অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অর্গানাইসেশনের হাওড়া জেলার সম্পাদক। মৈত্রী গ্রুপ ও অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটস অর্গানাইসেশনের যৌথ উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০২৩ এ ৭২ জন অনাথ ছেলেমেয়েদের হাতে পূজার নুতন জামা াপড় ও কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে মৈত্রী গ্রুপের সদস্য ও সদস্যারা শুরু করলেন মায়ের আগমনীর আরাধনা।

মন্তেশ্বরের জয়রামপুরের মহিলাদের সর্বজনীন দুর্গাপুজো তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: গ্রামে কোনও দুর্গা পুজো হত না। বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপূজা। তাই ৮ থেকে ৮০ সকলেরই মন খারাপ হত। ফলে গ্রামে দুর্গা পুজো করতে হবে এই অঙ্গীকার নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন বাড়ির মহিলারা। তাঁদের উদ্যোগে গ্রামে শুরু হয় দুর্গাপুজো। মহিলাচালিত এই দুর্গা পুজো এ বছর তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করছে। মন্তেশ্বরের জয়রামপুর গ্রামের সর্বজনীন দুর্গাপুজো।

দুর্গাপুজো না হওয়ার পিছনে বড় একটা কারণও রয়েছে বলে জানা যায়। জয়রামপুর গ্রাম দেড়শো বছরের অধিক প্রাচীন। গ্রামে কালীপূজা হয়। যাকে গ্রামের মানুষ থেকে আশপাশে সকলেই বড়মা কালী হিসাবে জানেন। তাই কোনও দিনই দুর্গাপুজো হত না গ্রামে। দুর্গাপুজোর পরে কালীপুজো, তাই বিপুল খরচ খরচা, অর্থ জোগানো অসম্ভব বলে দুর্গাপুজো করতেন না গ্রামের মানুষজন।

এখন আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে গ্রামের মানুষের। তাই বাড়ির মহিলারাই এগিয়ে এসে হাল ধরেন এবং গ্রামে দুর্গাপুজো শুরু করেন। আর এই দুর্গাপুজো উৎসবে মেতে উঠেছেন জয়রামপুর গ্রামের সমস্ত ধর্মের মানুষ। তবে মহিলাদের আক্ষেপ, সরকার বিভিন্ন ক্লাব ও সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটিগুলিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে। মন্তেশ্বর জয়রামপুরের মহিলাচালিত সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি সরকারের কাজ থেকে কোনও আর্থিক সাহায্য পায় না।

যদি অন্যদের মতো তাঁরাও আর্থিক সাহায্য পেত, তা হলে আরও বড় করে এই পুজো করতে পারতেন বলে জানিয়েছেন গ্রামের মহিলারা।

৬৩টি পুজো কমিটিকে অনুদানের চেক প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকের ৬৩টি পুজো কমিটির হাতে রাজ্য সরকারের অনুদানের চেক প্রদান করা হল। রবিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কাঁকসা হাটতলা মহিলা পরিচালিত 'আন্তরিক' দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যদের হাতে এদিন রাজ্য সরকারের অনুদানের চেক তুলে দেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসার থানার আধিকারিক মিহির দে সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের গাইডলাইন মেনে কাঁকসা ব্লকের সমস্ত কমিটিগুলিকে পুজো করার আবেদন জানানো হয়েছে। কোনও রকম শব্দবাজি ব্যবহার না করে সকলকে আনন্দে মেতে ওঠার জন্য সচেতন করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, কাঁকসা ব্লকের ৬৩টি পুজো কমিটির হাতে তারা রাজ্য সরকারের অনুদানের চেক তুলে দিয়েছেন।

কাঁকসা হাটতলা আন্তরিক মহিলা পরিচালিত দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদক বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের অনুদানের চেক পেয়ে তাঁরা অত্যন্ত খুশি। সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অনুদানে তারা জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করতে পারবেন।

মানবিকতার নজির তৃণমূল ও বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দুর্ঘটনায় আহত এক মহিলাকে ঘাটাল হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক। রবিবার বিকেলে ঘাটাল ২ নম্বর চাতালে একটি মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান। ওই মোটর সাইকেলে ৩ জন আরোহী ছিলেন বাবা, মা ও ছেলে। তাঁদের বাড়ি চন্দ্রকোনা থানা এলাকায়। তাঁরা ঘাটাল আসছিলেন। দুর্ঘটনায় বাবা ও ছেলের তেমন কোনও আঘাত না লাগলেও গুরুতর আহত হন মা। ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মা পারুল খাঁ। সেই সময় ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে এই ঘটনা দেখে তড়িঘড়ি অজ্ঞান অবস্থায় থাকা ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন এবং হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

অন্যদিকে, বিবস্ত্র ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এক মহিলা পড়েছিলেন মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্রনগরের অরবিন্দ স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায়। শহরের এক বাচিক শিল্পী মৈথিলী ঘোষের কাছ থেকে এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তৃণমূল নেতা তথা মেদিনীপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান। সেখানে দ্রুত পৌঁছে প্রথমেই অসুস্থ ও বিবস্ত্র ওই মহিলার শরীরে চাদর জড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারপর পুরসভার কর্মী ও কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিকদের খবর দিয়ে তাঁকে সেই জায়গা থেকে দ্রুত উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও

হাসপাতালে ভর্তি করেন। রবিবার বেলা ১২টা নাগাদ ঘটে যাওয়া এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার নাম সোনু দেবী। বয়স ৪৮। তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের খোন্ডা এলাকায়। কী ভাবে তিনি মেদিনীপুর শহরে পৌঁছলেন, সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ ও পুরসভা। তবে, গত দু'-তিনদিন ধরেই তাঁকে মেদিনীপুর শহরের রাস্তায় অবিন্যস্ত ও অসংলগ্ন অবস্থায় বা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন বলে অনেকেই দাবি করেছেন।

বধূকে শ্বাসরোধ করে ঝোলানোর অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত রামেশ্বরপুর এলাকায়। মৃত ওই মহিলার নাম সুস্মিতা মণ্ডল, তাঁর শ্বশুরবাড়ি কালনার রামেশ্বরপুর এলাকায়।

মৃতের শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি, শাশুড়ির সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। যদিও এই বিষয়টি মানতে নারাজ মৃতের বাপের বাড়ির সদস্যরা। তাঁদের দাবি, জামাই আগে থেকেই মেয়েকে অত্যাচার করতেন, এমনকি মেয়ের শাশুড়ি এবং ননদ জ্বালাতন করতেন তাঁদের মেয়েকে। আমাদের অনুমান শ্বাসরোধ করেই খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে তাদের মেয়েকে। পুরো বিষয়টি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও মৃত এই গৃহবধূর শাশুড়ি পুরোপুরি অভিযোগে অস্বীকার করেছেন।

দূষণ রোধে খানাকুলের ঘোষপুর দুর্গোৎসবে থিম ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পুনর্জীবন ও প্লাস্টিকের বর্জন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের বেশ কয়েকটি সার্বজনীন দুর্গা পুজোগুলিতেও থিমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হুগলির খানাকুলের ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের এই বছরের থিম ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পুনর্জীবন ও প্লাস্টিকের বর্জন। এটি পরিচালনা করে ঘোষপুর সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রামবাসীবৃন্দ। একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার এই পুজো মণ্ডপে দেখা যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্পের উপকরণ, মাটির কাজ,

পাটজাত দ্রব্য, কাপড়ের দ্রব্য, মাদুর, গাছের পাতা-সহ নানা উপকরণ। সম্পূর্ণ প্লাস্টিক বর্জিত একটি মণ্ডপ। জানা গেছে, ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গা পুজো ৫৬ বছরে পদার্পণ করেছে। এই বছর ঘোষপুরের সমাজশিক্ষা কেন্দ্র ও গ্রামবাসী বৃন্দের দুর্গা পুজোর থিমে এলাকার মানুষকে শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের বিষয়ে বিশেষ বার্তা দেয় পুজো কর্তৃপক্ষ। কুটির শিল্পের বিকাশ ও প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের বার্তা দিতেই নাকি এই থিম নির্বাচন করে ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি। বাংলার কুটির শিল্প বাঁচাতে গ্রামপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎসাহিত করতে এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে পরিবেশ বান্ধব থিম ব্যবহার করা হয় ঘোষপুরের এই দুর্গা পুজোয় বলে জানা যায়। এই বিষয়ে ঘোষপুর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান তথা ওই পুজো কমিটির সম্পাদক শেখ হায়দার আলি বলেন, এই বছর আমাদের পুজো ৫৬ বছরে পদার্পণ করল। আমরা কুঠির শিল্পের বিকাশে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের পুনর্জীবন ও প্লাস্টিকের বর্জন থিম হিসাবে ব্যবহার করেছি। সবমিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব নির্দশন দেখা যাচ্ছে ঘোষপুরের এই পুজোয়। গ্রামের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এই পুজো সামিল হয়েছেন।

ব্যবসায়ীর থেকে টাকা, উপহার নিয়ে সংসদে প্রশ্ন মহুয়ার! বিস্ফোরক অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: আদানিদের বদনাম করতে টাকা নিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করে লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লাকে চিঠি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। পাশাপাশি লোকসভা থেকে আপাতত তাঁকে সাসপেন্ড করার দাবিও তুলেছেন। অভিযোগ, টাকা এবং উপহারের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন করেছেন মহুয়া। ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানির থেকে টাকা নিয়ে সংসদে আদানি গোষ্ঠী, মোদি এবং শাহের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। এক্স হ্যান্ডেলে আদানিদের 'দুর্নীতি' নিয়ে খোঁচা দিয়ে মহুয়া জানিয়েছেন, যে কোনও তদন্তের জন্য তিনি তৈরি।

শুধু নিশিকান্ত দুবে নন, আইনজীবী অনন্ত দেহাদরিও একই অভিযোগ তুলে সিবিআইকে চিঠি দিয়েছেন। মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, আদানি গোষ্ঠীর 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানির থেকে টাকা এবং উপহারের বিনিময়ে মহুয়া সংসদে ৫০টি প্রশ্ন তুলেছেন। যা হিরনানদানিদের স্বার্থ সংক্রান্ত প্রশ্ন। একইভাবে 'চক্রান্ত' করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপমান করেছেন তৃণমূল সাংসদ, অভিযোগ বিজেপির। সংসদের ইতিহাস টেনে নিশিকান্ত দুবের দাবি, মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে। আপাতত তাঁকে সাসপেন্ড করা হোক। প্রয়োজনে তাঁর সাংসদপদ খারিজ করা হোক।পালটা দিয়েছেন মহুয়া মৈত্র। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর দাবি, যে কোনও তদন্তের জন্য তিনি। আদানি ও গেরুয়া শিবির সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে বলে দাবি মহুয়ার।

সমাজমাধ্যমে অভিযোগকারিনীর একটি ছবি পোস্ট করলেই নাকচ হয়ে যাবে জামিন

জামিন মঞ্জুর করে শর্ত আদালতের

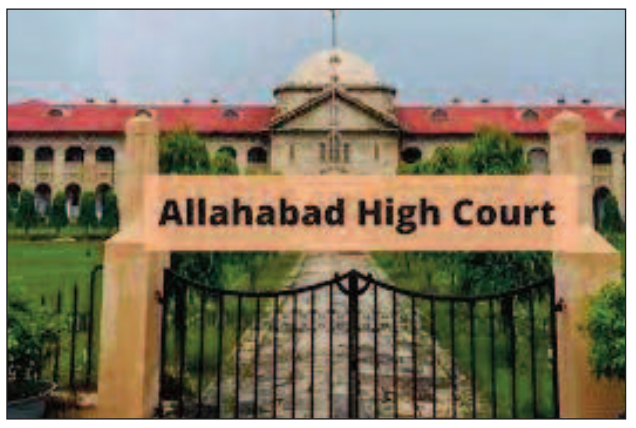

প্রয়াগরাজ, ১৫ অক্টোবর: সমাজমাধ্যমে অভিযোগকারিনীর একটি ছবি পোস্ট করলেই নাকচ হয়ে যাবে জামিন। তাই ছবি প্রকাশ করা যাবে না। এমনই শর্তে ধর্ষণে অভিযুক্ত এক যুবকের জামিন মঞ্জুর করল ইলাহাবাদ হাই কোর্ট।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং তাদের গোপন মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিয়ো দিয়ে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগ নিয়ে প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ২০ বছরের এক তরুণী। ধর্ষণ, ভয় দেখানো-সহ নানা অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্য দিকে, মিথ্যে অভিযোগে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে বলে পাল্টা মামলা করেছিলেন ওই ধৃত যুবক। সম্প্রতি সেই মামলার শুনানি হয় ইলাহাবাদ হাই কোর্টে। আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করলেও বেশ কয়েকটি শর্ত দেয়। সেগুলোর অন্যথা হলে জামিন খারিজ হয়ে যাবে বলে জানান বিচারপতি মহম্মদ ফৈয়জ আলম খান। নির্দেশে বিচারপতি বলেন, 'জামিন মঞ্জুর হয়েছে। তবে অভিযোগকারিণীর কোনও ছবি দিয়ে যদি হোয়াট্সঅ্যাপ বা ফেসবুকে ডিপি করেন, সেটাই জামিন নাকচ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট।'

পাশাপাশি, মুক্তির পর যেন কোনও ভাবেই অভিযোগকারিণীর সঙ্গে অভিযুক্ত যোগাযোগ করতে না পারেন বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিযোগকারিণীর কোনও আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারবেন না ওই যুবক। শারীরিক ভাবে অথবা অনলাইনে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কোনও চেষ্টা করলে জামিন খারিজ হয়ে যাবে বলে জানান বিচারপতি।

অভিযোগকারিণী আদালতে জানিয়েছিলেন তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতেন অভিযুক্ত। আদালতে অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল এবং অভিযোগকারিণী দু'জনেই পূর্ব পরিচিত। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তাঁরা সম্পর্কে ছিলেন। তার পরে ওই অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৫ জুলাই থেকে জেলে রয়েছেন তাঁর মক্কেল। অন্য দিকে, অভিযোগকারিণীর আইনজীবী সওয়াল করেন, অভিযুক্ত ঘৃণ্য অপরাধ করেছেন। তিনি শুধু বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেননি। পরে তাঁর মক্কেলকে ভয়ও দেখিয়েছেন। শারীরিক এবং মানসিক ভাবে দিনের পর দিন হেনস্থা করেছেন। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অভিযুক্ত জামিন পান। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যে হেতু ওই যুবকের অপরাধের কোনও ইতিহাস নেই, তাঁকে একটি সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

'অবৈধ বাংলাদেশি'! ৬ বছর আইনি লড়াই করে 'ভারতীয়' হলেন প্রৌঢ়া

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: একাধিক ভোটার কার্ড। প্রত্যেকটিতেই নামের বানান আলাদা। তা দেখার পরেই আজন্ম ভারতে কাটানো মহিলাকে সরাসরি 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দিয়েছিল ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁর ভারতীয় নাগরিকত্ব। তারপর শুরু হয় আইনি লড়াই। দীর্ঘ ৬ বছর সেই যুদ্ধ চলার পর অবশেষে জয় পেয়েছেন দুলুবি বিবি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভারতের নাগরিক বলে স্বীকার করে নিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।

৫০ বছরের দুলুবি অসমের কাচার জেলার উধারবন্ড এলাকার বাসিন্দা। ২০১৭ সালে অসমের শিলচর জেলার ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল তাঁকে বাংলাদেশি নাগরিক এবং ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বলে ঘোষণা করেছিল। তার একমাত্র কারণ হল, মহিলার একাধিক ভোটার কার্ড ছিল, যেগুলির প্রত্যেকটিতে দুলুবির নামের বানান ছিল আলাদা। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পরেই ২০১৮ সালে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। আগে রান্নার কাজ করে পেট চালাতেন মহিলা। গ্রেপ্তারির পর স্বাভাবিকভাবেই সেই কাজ খোয়ান। শিলচরের ডিটেনশন সেন্টারে পাঠানো হয় তাঁকে। দু'বছর ধরে সেই জেলখানাই ছিল তাঁর ঠিকানা। সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর আইনি লড়াই।

এই সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশের পর ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয় দুলুবিকে। চলতি বছরের মে মাসে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন মহিলা। শুনানি শেষে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে দুলুবিকে ভারতের নাগরিক বলেই ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। দীর্ঘ ৬ বছর পর 'অপরাধী'র তকমা ঘুচেছে। কেমন লাগছে দুলুবির? ৫০ বছরের প্রৌঢ়া জানিয়েছেন, তিনি উচ্ছ্বসিত। কিন্তু একই সঙ্গে আশঙ্কার মেঘ দানা বেঁধেছে মনের গভীরে। স্বামী কি আর ফিরিয়ে নেবেন তাঁকে? ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিদের মুখ আবার দেখতে পারবেন আদৌ?

'আমি খুব খুশি কারণ আমি শেষ পর্যন্ত ভারতের নাগরিকত্ব পেয়েছি। অথচ ভারতের নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাকে বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল। আমার নাতি নাতনিরা সকলেই ভারতীয়, কীভাবে আমাকে বাংলাদেশি বলা হল! দু' বছর ধরে আমি শিলচরের ডিটেনশন সেন্টারে কাটিয়েছি। আমি একজন মুসলমান মহিলা এবং আমার পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল। জেলে যাওয়ার আগে আমি রাঁধুনির কাজ করতাম। কিন্তু এখন আমি জানি না আমার স্বামী আমাকে মেনে নেবেন কিনা, কিংবা আমি আর কোনও কাজ পাব কিনা। আমার এই যে ক্ষতি হল, তার দায় কি সরকার নেবে?' প্রশ্ন প্রৌঢ়ার।

ফের ভূমিকম্প আফগানিস্তানে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.৩

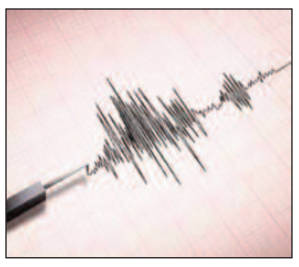

কাবুল, ১৫ অক্টোবর: কয়েকদিন আগেই ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল আফগানিস্তান। প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ৪ হাজার মানুষ। সেই বিপর্যয়ের পর সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই ফের ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.৩। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম আফগানিস্তানে এবারের ভূমিকম্পের উৎসস্থল হেরাত থেকে ৩৪ কিমি দূরে অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮ কিমি গভীরে অবস্থিত। তবে এখনও পর্যন্ত এই ভূমিকম্পে কোনও প্রাণহানির কথা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল হেরাত প্রদেশ থেকে ৪০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল প্রায় দুই হাজার বাড়ি। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল ২০টি গ্রাম। মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই (৯০ শতাংশ) মহিলা ও শিশু। রয়টার্স সূত্রে খবর, আফগানিস্তানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র মুল্লা সাইক কাবুলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, তএখনও অবধি যা পরিসংখ্যান, এই ভূমিকম্পে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজারের ওপর মানুষ। তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২০টি গ্রামের ২ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ফের ভূমিকম্পের ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

মোদির পরামর্শের 'মাস্ট ভিজিট'-এ যেতে পারবেন না, আক্ষেপ অমিতাভের

নয়া দিল্লি , ১৫ অক্টোবর: দিন কয়েক আগেই উত্তরাখণ্ডের পার্বতী কুণ্ডে গিয়ে পুজো দিয়ে, আদি কৈলাসের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । তারপর পর্যটকদের কাছে এই দুটি স্থান 'মাস্ট ভিজিট' করার পরামর্শ দিয়ে টুইট করেছিলেন তিনি। কিন্তু, এই 'মাস্ট ভিজিট' স্থানে যেতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চন। এটা নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ না করে শাহেনশাকে অন্য দুটি বিশেষ স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিগ-বি লিখেছিলেন, 'টি ৪৭৯৯ (সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে যার অর্থ, প্রতিভাশালী ও উপলব্ধিমূলক)-ধর্মভাব রহস্য. ..কৈলাস পর্বতের দেবত্ব, দীর্ঘদিন ধরে আমার কৌতূহল বাড়িয়েছে। কিন্তু, ট্রাজেডি হল যে আমি কখনও ব্যক্তিগতভাবে সেখানে যেতে পারব না।' যদিও কেন তিনি যেতে পারবেন না তা স্পষ্ট করেননি বিগ-বি। তবে অমিতাভ বচ্চনের বয়সই তার কারণ বলে মনে করছেন অনেকে।

যদিও নেটিজেনদের উদ্বেগ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি অমিতাভ বচ্চন। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শাহেনশাকে 'রান উৎসবে' যাওয়ার পরামর্শ দেন। অমিতাভ বচ্চনের টুইটের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাল্টা বলেন, তআগামী সপ্তাহেই রান উৎসব শুরু হচ্ছে। আমি আপনাকে আবেদন করব, আপনি কচ্ছে যান। 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' দেখাও আপনার বাকি রয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ১২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ড সফরে গিয়ে পার্বতী কুণ্ডে গিয়ে পুজো দেন। তারপর দেবাদিদেব শিবের আবাসস্থল হিসাবে পরিচিত, আদি কৈলাস শিখরের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনাও করেন তিনি। পরে সেই পার্বতী কুণ্ড ও আদি কৈলাসের ছবি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রার্থনার ছবি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

দেবীপক্ষের শুরুতেই ফের গান লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি!

নয়াদিল্লি, ১৫ অক্টোবর: পরপর দু'দিন। দেশ চালানোর পাশাপাশি কলম চালাতেও যে তিনি পারেন, তার প্রমাণ মহালয়ার দিনেই পেয়েছিল দেশবাসী। শনিবারই মুক্তি পেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লেখা গানের একটি মিউজিক ভিডিও। তারপর রবিবার নবরাত্রির শুরুতে ফের মুক্তি পেল তাঁর রচিত আরও একটি গান 'মাদি'।

এই গরবা গানে সুর দিয়েছে মিট ব্রাদার্স, গায়িকা দিব্যা কুমার। প্রধানমন্ত্রী নিজেই এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন গানের ভিডিও। জানিয়েছেন, গত সপ্তাহেই গানটি লিখেছেন তিনি। গুজরাতি ভাষায় লেখা এবং গাওয়া এই গানটি ৪ মিনিট ৪০ সেকেন্ডের। ভিডিওতে রঙিন পোশাক পরা মানুষজনকে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা গরবা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কেউ আবার ডান্ডিয়া নাচছেন। ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখা যাচ্ছে ভাদোদরায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি, যা কিনা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি নামে পরিচিত।

মহালয়ার দিনেই মুক্তি পেয়েছিল মোদির লেখা প্রথম গান। তনিষ্ক বাগচীর সুরে ধ্বনি ভানুশালী গিয়েছিলেন 'গরবো' গানটি। জাস্ট মিউজিকের ব্যানারে মুক্তি পেয়েছিল সেই ভিডিও, ইউটিউবে যার ভিউ মাত্র ৬ ঘণ্টাতেই ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে নয়া ভূমিকায় দেখে কার্যত সকলেই অবাক। বস্তুত সঙ্গীত কিংবা লেখালিখির জগতে এই প্রথম হাতেখড়ি হল প্রধানমন্ত্রীর।এ ব্যাপারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও পরিচিত নাম। তাঁর লেখা গান, কবিতা, ছড়া বেশ জনপ্রিয়। কলমের পাশাপাশি রং-তুলিতেও সমান দক্ষ তিনি। বিপুল টাকায় মুখ্যমন্ত্রীর আঁকা ছবি বিক্রি হয়েছে, যা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। এবার সেই জুতোতেই যেন পা গলালেন মোদী। তাহলে কি রাজনীতির দ্বৈরথ শুধু সেটুকুতেই আটকে থাকবে, নাকি এবার 'এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি'তেও হবে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর? সেটাই এখন দেখার।

ভোটে জিতলে ৪০০ টাকায় রান্নায় গ্যাসের সিলিন্ডার!

হায়দরাবাদ, ১৫ অক্টোবর: হায়দরাবাদ ভোট বড় বালাই! তেলঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হতেই জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে শাসক ও বিরোধী পক্ষ। বিআরএস সরকারের বিরুদ্ধে যখন দুর্নীতি ও পরিবারবাদের অভিযোগ তুলে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি, তখন মসনদ ধরে রাখতে জনদরদী প্রকল্পকেই হাতিয়ার করেছেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও । বিআরএস পুনরায় সরকার গঠন করলে রাজ্যবাসীকে ৪০০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ৯৩ লাখ টাকার স্বাস্থ্যবিমা দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাওয়ের লাকি বিধানসভা চেন্দ্রটি হল, তেলঙ্গানার সিদ্দিপেট জেলার হাসনাবাদ। রবিবার বিকালে সেখানেই নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দেন কেসিআর। নির্বাচনী জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, বিআরএস সরকারে এলে সমস্ত যোগ্য পরিবারকে ৪০০ টাকায় রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার দেবে তাঁর দল। সমস্ত যোগ্য ভোটারদের ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। এছাড়া রাজ্যের বিপিএল-ভুক্ত ৯৩ লাখ পরিবারকে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেসিআর। এছাড়া প্রবীণ নাগরিক, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের মাসিক ভাতা ২,০১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।আবার দলিত বন্ধু প্রকল্পের অধীনে ব্যবসা শুরু করতে বা কৃষিকাজে বিনিয়োগের জন্য তেলঙ্গানার দলিত পরিবারদের ১০ লাখ টাকা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। এছাড়া প্রত্যেককে মাথার ছাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও। এদিন জনসভা থেকে তিনি বলেন, হায়দরাবাদে ডবল বেড রুমের ১ লাখ ঘর তৈরি হবে। সবমিলিয়ে, এদিন একেবারে কল্পতরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর।

প্রসঙ্গত, আগামী মাসে ছত্তীসগঢ়, মধ্য প্রদেশ, মিজোরাম, রাজস্থান ও তেলঙ্গানায় বিধানসভা নির্বাচন হবে। এর মধ্যে তেলঙ্গানায় নির্বাচন আগামী ৩০ নভেম্বর। এক দফাতেই নির্বাচন হবে এবং ভোট গণনা হবে আগামী ৩ ডিসেম্বর। ১১৯টি আসনবিশিষ্ট তেলঙ্গানা বিধানসভার ১১৫টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিআরএস।

ইজরায়েলি সেনাকে বিনামূল্যে খাবার, ক্ষোভের মুখে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা

গাজা, ১৫ অক্টোবর: ইজরায়েল-হামাসের সংঘর্ষে এবার জড়িয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ডসও। ইজরায়েলি সেনাকে বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার অভিযোগে দেশে-দেশে ক্ষোভের মুখে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা। যদিও ওমান, লেবাননের মতো দেশে থাকা ম্যাকডোনাল্ডসের তরফে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলি সেনাকে বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলি ম্যাকডোনাল্ডসের কর্মকর্তাদের নিজস্ব। এর সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। পালটা গাজার পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে তারা।

ইজরায়েল বনাম প্যালেস্তানীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের লড়াই চলছে। প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩ হাজার মানুষ। তবু অন্ত নেই গোলাগুলিতে। কারও দাবি, হামাসের লড়াই সমর্থনযোগ্য কেউ আবার ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছে। মোট কথা মধ্যপ্রাচ্যের এই লড়াই ঘিরে দ্বিধাবিভক্ত বিশ্ব। এমন পরিস্থিতি ইজরায়েলি সেনার পাশে দাঁড়ায় সে দেশের ম্যাকডোনাল্ডস কর্তৃপক্ষ। নিউজ উইকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দিন কয়েক আগে মার্কিন ফাস্টফুড চেনের ইজরায়েলি শাখা জানায়, যুদ্ধক্ষেত্র ও হাসপাতালে থাকা ইজরায়েলি সেনা জওয়ানদের বিনামূল্যে ৪ হাজার খাবার দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন কয়েক হাজার জওয়ানকে খাবার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।ইনস্টাগ্রামে এই পোস্ট করতেই ম্যাকডোনাল্ডসের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ে একাধিক দেশে। লেবাননে সংস্থার আউটলেটের বাইরে বিক্ষোভ হয়। অভিযোগ, প্যালেস্টাইনপন্থীদের হাতে আক্রান্ত হয় একাধিক শাখা। তবে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। এর পরই তড়িঘড়ি ম্যাকডোনাল্ডসের লেবানন শাখার তরফে জানানো হয়, তদেশের বাইরে এই সংস্থার কোনও শাখার সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা যুক্ত নয়। বরং লেবানন ও দেশবাসীর ভাবাবেগকে তাঁরা সম্মান করি। তাঁদের পাশেই আছি।দ আবার ম্যাকডোনাল্ডসের ওমান শাখার তরফে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যে গাজার মানুষের জন্য ১ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে। তবু ক্ষোভের আগুন নিভছে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় ম্যাকডোনাল্ডসকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে নেটিজেন ও প্যালেস্টাইনপন্থীদের রোষের মুখে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা।

গুলিবিদ্ধ মাওবাদীকে পাঁচ কিলোমিটার কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন জওয়ানরা

সিংভূম, ১৫ অক্টোবর: মাওবাদীদের খতম করতেই শুরু হয়েছিল তুমুল গুলির লড়াই। যদিও এক মাওবাদী আহত হওয়ার পর সেনা জওয়ানদের মানবিক মুখ দেখল গোটা দেশ। গুলিবিদ্ধ মাওবাদীকে পাঁচ কিলোমিটার কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন জওয়ানরা। প্রাণে বাঁচেন তিনি। ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলায় এই ঘটনায় সেনাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে আমজনতা। সিংভূম জেলায় হুসিপি জঙ্গলে মাওবাদীরা ঘাঁটি গেড়েছে, আগে থেকেই খবর ছিল সেনার কাছে। সেই মতো অভিযান চালানো হয়। শুরু হয় তুমুল গুলির লড়াই। তখনই আহত হন ওই মাওবাদী। যদিও সঙ্গীরা তাঁকে ফেলেই পালিয়ে যান। এর পরেই তল্লাশি অভিযানের সময় আহত মাওবাদীকে কাতরাতে

দেখেন জওয়ানরা। গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। সেই ব্যবস্থা করেন সেনা জওয়ানরা।সমস্যা বাঁধে জঙ্গলের কাছে কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল না থাকায়। এর পরই প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ট্রেক করে আহত মাওবাদীকে হাতিবুরু ক্যাম্পে নিয়ে আসেন জওয়ানরা। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। এর পর এয়ারলিফ্টের মাধ্যমে আহত মাওবাদীকে পরবর্তী পর্যায়ের চিকিৎসার জন্য রাঁচির সরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

ekdin_page_8_Layout 1 10/15/2023 10:22 PM Page 1

EKDIN VOL. 19, ISSUE NO. 129, KOLKATA, MONDAY, 16 OCTOBER 2023, PAGE 8
কলকাতা ১৬ অক্টোবর ২০২৩

বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে ৬৯ রানে হারিয়ে আফগানিস্তানের অঘটন

নিজস্ব প্রতিনিধি: টুর্নামেন্ট শুরুর ১১তম দিনে প্রথম 'অঘটন' দেখল বিশ্বকাপ। দিল্লিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে ৬৯ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। বিশ্বকাপে এটি আফগানদের দ্বিতীয় জয়।

প্রথমে ব্যাট করে ২৮৪ রান তুলেছিল আফগানিস্তান। রান তাড়ায় ২১৫ রানে থেমে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস।

ইংল্যান্ডকে হারাতে কী দরকার? উত্তরটা নিশ্চয়ই সহজ নয়। সাদা বলের ক্রিকেটের রাজা তো তাঁরাই। ওয়ানডে বিশ্বকাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ; সবই তো তাদের দখলে। এমন দলকে হারাতে হলে ভাগ্য তো বটেই, আরও অনেক কিছুই পক্ষে থাকতে হয়। এই যেমন উইকেট হতে হবে এমন, যেখানে বল একটু থেমে আসবে। বাউন্স থাকবে অসমান। শট খেলার আগে ব্যাটসম্যান থাকবেন দোটানায়। আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যানে ঠাসা ইংলিশ ব্যাটিংকে থামানোর জন্য এমন উইকেটই তো চাই।

দিল্লির অরুন জেটলি স্টেডিয়ামের উইকেট আজ ঠিক তেমন আচরণই করছিল। সেই সুবিধাটা কাজে লাগিয়েই ব্যাটিং পাওয়ার প্লেতে কোন উইকেট না হারিয়ে ৭৯ রান করার পরও আফগানিস্তানকে ২৮৪ রানে থামাতে পেরেছে ইংল্যান্ড। আদিল রশিদ তো আছেনই। সঙ্গে জো রুট ও লিয়াম লিভিংস্টোনের মতো অনিয়মিত স্পিনারদেরও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। যেই উইকেটে রুট-লিভিংস্টোনদের স্পিন ধরছিল, সেখানে রশিদ খান-মুজিব উর রেহমানরা কেমন করবেন, তা আঁচ করাই যায়। সে অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। স্পিন দিয়েই ইংল্যান্ডকে ৪০.৩ ওভারে ২১৫ রানে অলআউট করেছে আফগানরা। ইংল্যান্ডের ১০ উইকেটের ৮টিই ভাগাভাগি করে নিয়েছেন মুজিব, রশিদ ও মোহাম্মদ নবী। এর আগে ২০১৫ বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিল আফগানিস্তান।

'পাকিস্তানের বোলারদের ভারত বাচ্চাদের মতো পিটিয়েছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিনটা মোটেই বাবর আজমদের ছিল না। মাঠের আবহ থেকে ম্যাচের ঘটনাপ্রবাহ; সবকিছুই ছিল ভারতের পক্ষে। আহমেদাবাদে গতকাল উপস্থিত ছিল প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শক। যেখানে প্রায় পুরো সমর্থনই ছিল ভারতের পক্ষে। খেলা দেখতে মাঠে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া পাকিস্তানিদের সংখ্যা খুব একটা ছিল না বললেই চলে।

এমন আবহে পাকিস্তান দলও মুখ থুবড়ে পড়েছে। হেরেছে বড় ব্যবধানে। পাকিস্তানের দেওয়া ১৯২ রানের লক্ষ্য ১১৭ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে টপকে যায় ভারত। পাকিস্তানের এমন হারের পর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার চুপ করে থাকবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। সাবেক এই ফাস্ট বোলার দাবি করেছেন, একমাত্র তিনিই আহমেদাবাদের গ্যালারির লাখ লাখ ভারতীয় সমর্থকদের চুপ রাখতে পারতেন।

ভারত,পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সবার মধ্যেই ছিল বাড়তি উত্তেজনা। শোয়েবও ছিলেন এই দলে। যে কারণে প্রথম ইনিংস শেষে একটি ভিডিও দেওয়ার পর ম্যাচ শেষে ইউটিউবে আরও একটি ভিডিও দেন এই পেসার। যেখানে পুরো পাকিস্তান দলকে ধুয়ে দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে পাকিস্তানের ব্যাটিং অর্ডারকে। অবশ্য তাঁর এই সমালোচনার যথেষ্ট কারণও ছিল।

তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ। ১৫৫ রানে ২ উইকেট থেকে ১৯১ রানে অলআউট তাঁরা। ৩৬ রানের মধ্যে পাকিস্তান হারিয়েছে শেষ ৮ উইকেট। অন্যদিকে পাকিস্তানি বোলারদের বেধড়ক পিটিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত। শোয়েব মনে করছেন, পাকিস্তানি বোলারদের বাচ্চাদের মতো মেরে প্রতিশোধ নিয়েছেন রোহিত।

ইউটিউব নিজের চ্যানেলে রোহিতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে শোয়েব বলেছেন, 'রোহিত শর্মা যে ইনিংসটা খেলেছে, আসলে ও পাকিস্তানকে অপমান করেছে। গত দুই তিন বছর ওকে যেভাবে আউট করা হয়েছে, রোহিত তার প্রতিশোধ নিয়েছে। পাকিস্তান কী ভেবেছিল চারজন ব্যাটসম্যান নিয়ে, কোনো মিডল অর্ডার, স্পিনার না নিয়ে তারা ভারতের মতো দলকে হারাবে। এটা অসম্ভব।' দুই দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে শোয়েব বলেন, 'আমাদের ব্যাটসম্যান ও ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পাকিস্তানের বোলারদের আজকে ভারত বাচ্চাদের মতো পিটিয়েছে। যেটা আমি দেখতে পারিনি।'

এরপর শোয়েব যোগ করেন, 'ভাইজান, লাখ লাখ এই মানুষকে শুধু শোয়েব আখতারই চুপ করাতে পারে, আপনি নন।'

'আফ্রিদি ওয়াসিম আকরাম নয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি: কী হলো শাহিন শাহ আফ্রিদির? বিশ্বকাপের আগে তাঁকে নিয়ে নিয়ে তো কথা কম হয়নি। নতুন বলে এই আফ্রিদিই হবেন ব্যাটসম্যানদের সবচেয়ে ভয়ের কারণ;এমন ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন অনেকে। তবে সেটা আর তিনি হতে পারছেন কই! আফ্রিদি বিশ্বকাপে ৩ ম্যাচ খেলে ফেললেও সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিদের তালিকায় শীর্ষ ১৫,তেও নেই।

তিন ম্যাচে নিয়েছেন মাত্র ৪ উইকেট। আফ্রিদির এমন ধারহীন বোলিংয়ের কারণে তাঁকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতের সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বলছেন, আফ্রিদির মধ্যে বিশেষ কিছুই নেই। এমনকি কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরামের সঙ্গে তাঁর তুলনা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শাস্ত্রী।

তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ম্যাচে ৭ ওভারে ৩৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন আফ্রিদি। পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৯ ওভারে খরচ করেছেন ৬৬ রান। গতকাল ভারতের বিপক্ষে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও অনেকটা নিশ্চুপই ছিলেন।

নিজের দ্বিতীয় ওভারে শুবমান গিলকে আউট করলেও আফ্রিদির সেই পুরোনো ধার দেখা যায়নি। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে রোহিত-লোকেশ রাহুলদের বিপক্ষে নতুন বলে যে স্পেল করেছিলেন, তার কিছুই দেখা যায়নি গতকাল। ১৯২ রানের লক্ষ্য দিয়ে জিততে হলে আফ্রিদির তেমন কিছুই করতে হতো।

স্টার স্পোর্টসে আফ্রিদিকে নিয়ে রবি শাস্ত্রী বলেছেন, 'শাহিন আফ্রিদি ওয়াসিম আকরাম নয়। নতুন বলে ও ভালো বোলার, উইকেট নিতে পারে। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তাকে আমি শুধু ভালো একজন বোলার বলব। এই সত্যটা মানতে হবে।'

৬ ওভার বল করে ৩৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন আফ্রিদি। গিলের পর রোহিতকেও আউট করেছেন। তাঁর কাটারে ক্যাচ তুলে নাগালের মধ্যে থাকা বিশ্বকাপের অষ্টম সেঞ্চুরিটি হাতছাড়া করেন রোহিত। যদিও তখন ম্যাচের ফল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। গতকাল মিডল ওভারে কাটার করে ম্যাচের গতিপথ বদলে দেন। বুমরার এই বোলিং দেখার পরও কেন পাকিস্তানি পেসাররা শুরু থেকে কাটার ব্যবহার করলেন না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার।

স্টার স্পোর্টসে তিনি বলেছেন, 'রিজওয়ানের উইকেটটা অনেক বড় ধাক্কা ছিল। পরের ওভারে বুমরা কাটার দিয়ে আরও একটি উইকেট পায়। এটা স্পষ্ট পাকিস্তানি পেসাররা প্রথম ইনিংসের বোলিং দেখে কিছুই শেখেনি। তারা শুধু শেষ দিকে কাটার করেছে, শাহিন কাটারে রোহিতকে আউট করেছে। আমরা ভেবেছি, তারা নতুন বলেও কাটার করবে। এমন তো কোনো নিয়ম নেই যে নতুন বলে নির্দিষ্ট একটা গতিতেই বল করতে হবে।'

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দর্শকের বিশ্ব রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আহমেদাবাদে ভারত,পাকিস্তান ম্যাচের শেষে ডিজনি প্লাস হটস্টারের ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার মাধ্যমে একটি পোস্ট করা হয়। 'বৃহত্তম ম্যাচকে বিশালতায় রূপ দেওয়ায় ধন্যবাদ' জানিয়ে পোস্টটিতে লেখা হয়, 'বিশ্ব রেকর্ড। এযাবৎকালের সর্বোচ্চ সরাসরি যুগপৎ দর্শক। ৩.৫ কোটি।' এই পোস্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ক্যাপশনে বলা হয়, 'যেকোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বোচ্চ দর্শকদের প্ল্যাটফর্ম দর্শক নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে আইসিসি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির ওয়েবসাইটে বলা হয়, গত মাসে ভারত,পাকিস্তানের এশিয়া কাপের লড়াই দেখেছিলেন ২ কোটি ৮০ লাখ দর্শক, যা এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারত,শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ছিল ২ কোটি ১০ লাখ। এবার প্রতিবেশী দুই দেশের বিশ্বকাপ লড়াই আগের সব ম্যাচের দর্শক সংখ্যাকেই ছাপিয়ে গেছে।

দিক থেকে নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে।' আহমেদাবাদে চেন্নাই সুপার কিংস ও গুজরাট টাইটানসের ম্যাচ সরাসরি দেখেছিলেন ৩ কোটি ২০ লাখ দর্শক। এবার বিশ্বকাপে আইপিএল দর্শক রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে ভারত,পাকিস্তান ম্যাচ। যে ম্যাচটি রোহিত শর্মারা জিতেছেন দাপটের সঙ্গে, ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে।

ভারত,পাকিস্তান ম্যাচের স্ট্রিমিং এ বিষয়ে ডিজনি প্লাস হটস্টার ইন্ডিয়ার প্রধান সজিত সিভানন্দন বলেন, 'যাঁরা ভারত,পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে ডিজনি প্লাস হটস্টার চালু করেছিলেন, তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। খেলার প্রতি আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের সাড়ে তিন কোটি যুগপৎ দর্শক পাওয়াকে সম্ভব করেছে। বিশ্বকাপের সামনের ম্যাচগুলোতেও এমন অভিজ্ঞতার অপেক্ষায় আমরা।'

নেহরাদের মুখে পাকিস্তানি স্পিনারদের সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমন হারের পর সমালোচনা তো হবেই। গতকাল আহমেদাবাদের 'আগুন ম্যাচে' পানি ঢেলে দিয়েছে পাকিস্তানের ব্যাটিং ও বোলিং,ব্যর্থতা। ভারতের সহজ জয়ের পর পাকিস্তানি সাবেক ক্রিকেটাররা তো বটেই, ভারতের সাবেকেরাও মেতেছেন পাকিস্তান দলের সমালোচনায়। বীরেন্দর শেবাগ ও আশিস নেহরারা তীব্র সমালোচনা করেছেন পাকিস্তানি স্পিনারদের। পাকিস্তানি স্পিনাররা আহমেদাবাদের ম্যাচে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি বলেও অভিমত তাঁদের।

পাকিস্তানের ১৯২ রানের জবাবে ভারত সহজেই ম্যাচটা জিতেছে ৭ উইকেটে। অধিনায়ক রোহিত শর্মা খেলেছেন ৮৬ রানের ইনিংস। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানি পেসাররাই নিয়েছেন ভারতের ৩ উইকেট। শাহিন শাহ আফ্রিদি ২টি, হাসান আলী ১টি। দুই পাকিস্তানি স্পিনার শাদাব খান ও মোহাম্মদ নেওয়াজ দুজনই বাজে বোলিং করেছেন কাল। শাদাব নিজেদের ৪ ওভারে দিয়েছেন ৩১ রান। নেওয়াজ ছিলেন আরও অকার্যকর। ৮ ওভারে দিয়েছেন ৪৭।

শেবাগের মতে, 'পাকিস্তানের এটা খুব বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের দুই স্পিনার শাদাব ও নেওয়াজ কিছুই করতে পারেনি। তারা উইকেট নিতে পারেনি। ভারতের মাটিতে স্পিনাররা উইকেট নিতে না পারলে কীভাবে হবে! স্পিনাররা উইকেট নিতে না পারার কারণে ফাস্ট বোলিংয়ের ওপর চাপ পড়েছে। ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা আর রবিচন্দ্রন অশ্বিন যখন উইকেট নিতে পারে না, তখন ভারত ভালো করে না। যেকোনো সফরই অনেক দীর্ঘ মনে হয়, যখন আপনার দলের ব্যাটসম্যানরা রান করতে পারবে না, বোলাররা উইকেট পাবে না। সমস্যাগুলোর সমাধান করতে না পারলে সমস্যায় পড়তে হবে।'

নেহরার কাছে পাকিস্তানি বোলিং আক্রমণকে কখনোই হুমকি মনে হয়নি, 'পাকিস্তান দলের বোলিং আক্রমণ কখনোই ভারতের জন্য হুমকি মনে হয়নি। এই দলটা সাধারণত নাসিম শাহকে নিয়ে চারজন ফাস্ট বোলার নিয়ে খেলে। তাদের দুই স্পিনার শাদাব আর নেওয়াজ দুজনই অনেকটাই অলরাউন্ডার। তারা যখন বোলিংয়ে এসেছে, ভারত তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে রানের দিক দিয়ে। পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের মতোই বোলিংও চিন্তার ব্যাপার।'

নেহরা ভারতের বোলিংয়ের প্রসঙ্গও এনেছেন। ভারতীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব যেভাবে পাকিস্তানের ইনিংসের সময় বাবর-রিজওয়ানদের ওপর চাপ তৈরি করেছেন, পাকিস্তানি স্পিনারদের কাছ থেকে তেমন কিছুই দেখেননি নেহরা, 'ভারতের বোলিংয়ের ওপর শুরুতে পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু কুলদীপ যাদব চাপটা পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের দিকে ঠেলে দেয়। আমি পাকিস্তানি স্পিনারদের কাছ থেকে এমন কিছু ম্যাচে দেখিনি। কুলদীপ কিন্তু শুরুতে উইকেট পায়নি। সে ভালো বোলিং করেছে, যেটি চাপ সৃষ্টি করেছে ব্যাটসম্যানরদের ওপর, সেটি থেকেই পরে অন্য বোলাররা উইকেট তুলে নিয়েছে। যেটি পাকিস্তানি বোলিংয়ে অনুপস্থিত ছিল।'

শ্রীলঙ্কার নতুন অধিনায়ক মেন্ডিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: অধিনায়কদের জন্য বিশ্বকাপ যেন চোটে পড়ার মঞ্চ হয়ে উঠেছে! পরশু চেন্নাইয়ে একই ম্যাচে চোটে পড়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ও নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন।

শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকা চোট পেয়েছিলেন আরও আগে, গত মঙ্গলবার পাকিস্তানের বিপক্ষে। কাল জানা গেছে, বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেছেন শানাকা। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন চামিকা করুনারত্নে।

শানাকার বিকল্প হিসেবে না হয় একজন পেস বোলিং অলরাউন্ডারকে দলে নেওয়া হলো, কিন্তু বিশ্বকাপের পরের ম্যাচগুলোয় লঙ্কানদের নেতৃত্ব দেবেন কে;এ প্রশ্ন কাল থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল ক্রিকেট,বিশ্বে।

সেই প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া গেছে। বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলোতে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক করা হয়েছে কুশল মেন্ডিসকে। ২৮ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান কয়েক মাস ধরে সহ, অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে অধিনায়কত্বও করেছেন। শ্রীলঙ্কার টিম ম্যানেজমেন্ট ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে বিষয়টি জানিয়েছে। দলটির ব্যবস্থাপক মাহিন্দা হালাংগোডা বলেছেন, 'দাসুন শানাকা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও আপাতত দলের সঙ্গেই থাকবে।'

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ অভিযান এখন পর্যন্ত দুঃস্মৃতিই হয়ে আছে। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় তারকা অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাকে রেখে ভারতে যেতে হয়েছে লঙ্কানদের। এবার চোটে ছিটকে গেলেন শানাকাও।

ব্যাট হাতে খুব একটা ছন্দে ছিলেন না শানাকা। এ বছরের জানুয়ারিতে ভারতের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পাওয়ার পর সর্বশেষ ১৯ ইনিংসে ফিফটি পেয়েছেন মাত্র একটি। দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন শুধু আটবার। গড় মাত্র ১২,৭৭! তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বকাপে প্রথম দুটি ম্যাচ হেরে বেশ চাপেই ছিল শ্রীলঙ্কা।

তবে শানাকার জায়গায় অধিনায়কত্ব পাওয়া কুশল মেন্ডিস আছেন দারুণ ছন্দে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে ৪২ বলে ৭৬ আর পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের ম্যাচে করেছেন ৭৭ বলে ১২২।

গড় ৯৯ আর স্ট্রাইক রেট টি-টোয়েন্টিতুল্য ১৬৬.৩৮! দুই ম্যাচে মেরেছেন ১৪টি ছক্কা। বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপেও শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন মেন্ডিস। ৬ ম্যাচে ৩ ফিফটিতে করেছিলেন ২৭০ রান।

লক্ষ্ণৌতে আগামীকাল নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা। নতুন অধিনায়ক মেন্ডিসের নেতৃত্বে লঙ্কানরা ঘুরে দাঁড়াতে পারে কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং